

# ব্রহ্মপুত্রের অভিযান

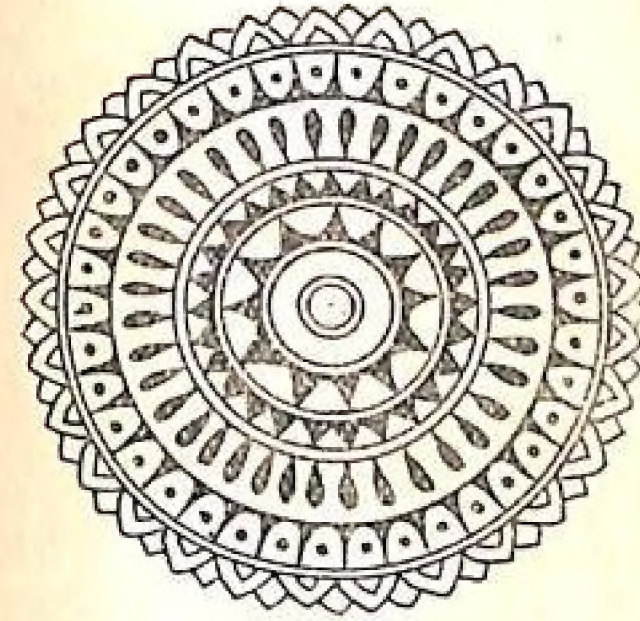
[ ভাব-কাব্য ]

শ্রীহৰেশ্বৰ শৰ্মা, এম-এ,



Presented to Prof Abul Chandra Hazarika  
Ex-General Secretary, Assam Literary Association

13/7/57



উহুগাঁ

“সাদৰে গ্ৰহণ কৰাঁ হে জননী  
সেৱকৰ পুষ্পাঞ্জলি,  
স্বাৰ্থ বলিদান জীৱন আহুতি  
দিলেঁ চৰণত ঢালি।”

—(সাদৰী)

প্ৰকাশক :

শ্ৰীঅশ্বিনীকুমাৰ শৰ্ম্মা

কপবন,

ছিলং

পৰিবেশক :

বাণী প্ৰকাশ মন্দিৰ

পাঠশালা

কামৰূপ

ছপা :

চিটী প্ৰিণ্টাৰ্চ

শ্ৰীভুবনমোহন বচাক

৩৫, ছাত্ৰাৱলা গলি

কলিকতা-১২

প্ৰথম তাঙৰণ

সৰ্বস্বত্ব লিখকৰ

বেচ :

পকাবন্ধা ১৫০



କାହାଣୀ







শূন্য অন্তৰৰ                      অজ্ঞান তলিত  
 ফুটিল চেনেহ কলি,  
 চপল মনৰ                      উছল গতিত  
 আবেগ উঠিল জ্বলি ;

অথিৰ অধীৰ                      দেহ মন হিয়া  
 ভঙা গঢ়া মোৰ মতি,  
 বাঙলী সপোনে                      মতলীয়া কৰে  
 দিক্‌হীন মোৰ গতি ।

উষা সন্ধিয়াৰ                      বাঙলী কিৰণ  
 পখীৰ সুরদি গান,  
 সেউজী কোলাত                      ফুলৰ নাচোন  
 তৰুণী হিয়াৰ টান ;—

ধুনীয়া জগত                      ধৰিলেঁ। সারটি  
 মনেও মোকল খালে,  
 কোনোবা অতীতে                      ঠেলি হিয়া তলি  
 উষাৰ কিৰণ ঢালে ।

পৰ্বত ভৈয়াম                      খলা-বমা ঠাই—  
 অবাৰিত মোৰ গতি,  
 অস্বৰৰ তেজে                      কৰেঁ। চুম্বাৰ  
 ধৰণীৰ শিলা মাটি ;

বজ্র বুকুত                      উফৰি পৰিল  
 শত শত আলকাল,  
 উত্তাল বেগত                      মিলি যায় যেন  
 কালৰ তাণ্ডুৰ তাল ।

ইফালে সিফালে                      ধৰেঁ। আঁকোৱালি  
 শত শত গিৰিবালা,  
 কোনোৱে যাচেহি                      ভকতি প্ৰণতি  
 কোনোৱে শ্ৰীতিৰ মালা ;

শত অচিনক                      কৰিলেঁ। আপোন  
 পথিকৰ সহচৰ,  
 যৌৱনৰ সুৰে                      জনালে গুপ্তে  
 অভিযান জীৱনৰ ।



ঠেক জগতৰ                      জীৱন বিলাহ  
 ক্ষণেকে আমনি লাগে,  
 উষাৰ কোলাত                      আছে যি জগতে  
 তালৈহে ধাউতি জাগে ;

সপোন পুৰীৰ                      কুঁৱৰীয়ে যেন  
 গোপনে হিয়াটি যাচে,  
 দিঠক পুৰীৰ                      ছোঁ-ঘৰত যেন  
 কোনোবা লাহৰী নাচে !

সোঁ বাওঁ ফালে                      বিচিত্ৰ জীৱন  
 থমকি থমকি চাওঁ,  
 দূৰণিৰ কিবা                      ক্ষীণ ইঙ্গিতত  
 পুনু আগুৱাই যাওঁ ;

তাল মান হীন                      জীৱনৰ স্তব  
 দিশ্‌হাৰা মন মোৰ,  
 বথৰ চকৰী                      ঘূৰে নিবন্তৰ  
 যাত্ৰাও নপৰে ওৰ ।

অবুজ্জ অবেগ                      অচেতন গতি  
 অফুট প্ৰাণৰ তান,  
 পৰ্বত বননি                      ভাঙি ফালি ছিৰি  
 চলে মোৰ অভিযান ;

পুৰণিৰ ৰূপ                      চৰায় নতুনে  
 জীৱন নতুন কৰি,  
 ভৈয়ামে ভৈয়ামে                      বচোঁ অভিযান  
 উষাৰ আশীষ ধৰি ।

প্ৰতিটি অঙ্গত                      বিকশিত হ'ল  
 বং-ৰূপহৰ ভৰ,  
 নতুন কাচোনে                      কাচি হলোঁ মই  
 দিৱ্য লুইত কোঁৱৰ ।

\*  
 \*      \*



ধুনীয়া কানন                      এখনিৰ গাত  
লাগিছে উষাবে বোল ;  
পৃথুবী এটিত                      ফুলিছে পত্নম  
গোন্ধতে আমোল মোল ।

ফলে ফুলে ভবা                      গছ গছনিত  
নাচে গায় চিৰিকতি,  
তাবেই মাজেবে                      জুৰি এটি আহি  
ধৰিছে কোবাল গতি ।

শিতানতে শোভে                      শিলনি মাজতে  
দেৱৰে শ্ৰবতি থান ;  
পৱিত্ৰ পৰশে                      সৌন্দৰ্য্যৰে বসে  
(মোৰ) উথলি উঠিল প্ৰাণ ।

দেৱ কুমাৰৰ                      দৰে সাজি কাচি  
হাতত বাঁহীটি লই,  
ভূমুকি মাৰিলেঁ।                      কানন ভূমিত  
আপোন পাহৰা হই ।

বহাগী জুৰিব                      কুলু কুলু শ্ৰবে  
মাৰিলে মোহন বাণ ;  
পাবতেই বহি                      ভাবোঁ মনে মনে  
কিনো মোৰ অভিযান ।

সেই সূক্ষণতে                      সিপাৰ বগাই  
আহি কৰবাবে পৰা  
(মোৰ) অজান প্ৰাণৰে                      চেনেহীটী তুমি  
দিলা যেন মোকে ধৰা !

কাৰনো জীয়াৰী                      কাৰনো লাহৰী  
মোহিনী শ্ৰবতি ধৰা,  
অশ্ৰুকে ছলি                      কোন দেৱী তুমি  
দেৱক অমৰ কৰা ।

নৱীন যৌৱনে                      গৰবিনী তুমি  
হিয়া মৰমেৰে ভবা,  
লৱণু ললিত                      ধৱল অঙ্গত  
চপল ভঙ্গিমা ধৰা ।



পূজাবিণী বেশে                      গম্ভীর আবেশে  
ভকতিবে সেরা কবি,  
দেব চরণত                      অর্পিলা সাদবে  
চম্পা ফুল মালা ধাবি ।

কানন কঁপাই                      কোমল স্রবতে  
গালা স্রমধুব গীতি ;  
আজলী হিয়াব                      অবুজ ভাষাবে  
বিলালা ভকতি প্রীতি ।

ফুলনিতে ফুবি                      ম'বা চালি ধবি  
ফুলকে বিলালা হিয়া ;  
অচিন পথিক                      দেখি ইপাবত  
কোমল চারনি দিয়া ।

চকু যুবিতেই                      বিবিজিছে যেন  
বিশ্ববে মাধুরী থিনি ;  
কোনে সবজিলে                      সিখনি বয়ান  
নর শতদল জিনি !

ছুগালতে তেজ                      ফুটে' ফুটে' যেন  
বাঙলী স্রুয় অঁকা ;  
বুকুবে কাচলি                      ফাঁটো ফাঁটো যেন  
ফুলব মালাবে ঢকা ।

বুকুবে ছকাষে                      নাচি বাগি আছে  
ক'লা বেণী দুই তাবি ;  
অশোক মালতী                      পতুম পাহিটি  
থইছা তাতেই আবি ।

চালোঁ একেথবে                      আপোন পাহবি  
তোমাবেই কপ-বাজি ;  
নিজান পথবে                      লগবীয়া মোব  
বাঁহীটি উঠিল বাজি ।

লাজুক চকুবে                      চোবাং চারনিয়ে  
ফুটায় প্রাণবে কথা ;  
বাতুল ওঠবে                      মিচিকনিটিয়ে  
বুজায় মবম-বেথা ।



যাওঁনে নাযাওঁ                      চাওঁনে নাচাওঁ—  
 কিহেনো পাচলৈ টানে ;  
 বুজিলেঁ লাহরী                      হানিলে তোমাক  
 মোবেই অবুজ বাণে !

অশোক জুপিৰ                      ডালতে লুকাই  
 চৰায়ে জুৰিলে গীত ;  
 নর অনুৰাগে                      শিয়ৰি উঠিল  
 (মোৰ) আকুল বিভোল চিত ।

মৰমে মৰমে                      ঘাত প্রতিঘাত  
 প্রাণে প্রাণে টনা টনি ;  
 মনতে আকিলেঁ।                      মধুৰ মিলন  
 মধুৰ জগত খনি ।

বাঁহীতে বজালোঁ।                      চুমাৰে ইঙ্গিত  
 মিলনৰে সুর তাল ;  
 মালাধাৰি তুমি                      দিলা দলিয়াই  
 হাঁহিৰে বোলাই গাল ।

প্রণয়ৰ দান                      পৰিল জুৰিতে,  
 খেদি গলেঁ। ভিজি-বুৰি ;  
 মৰমীক এৰি                      মৰম ধৰিলেঁ।  
 খাই নানা হাবাথুৰি ।

লুণ্ডনালা প্রিয়া                      কোমল সুরীয়া  
 প্রণয়ৰ বন-গীতি ;  
 নাযাচিলা তুমি                      লয় লাসে আহি  
 হিয়া ভৰা চুমা এটি ।

লাজুকী বিজুলী                      চমকাই চিত  
 পলকে আঁতৰ হ'লা ;  
 বন-দেৱী কিম্বা                      জল-দেৱী তুমি  
 খন্তেকতে মাৰ গ'লা ।

নিতাল নিজান                      উদাস কাননে  
 তথা লাগি চাই বয় ;  
 ফুক হাতৰে                      বাঁহীটিয়ে মোৰ  
 পাহৰিলে সুর লয় !







প্রশান্ত মূৰ্তি                      ধৰি মহৰ্ষিয়ে  
কলেহি ওচৰ চাপি—  
“ব্রহ্মতেজেবে                      পুণ্যবান তই  
সংস্কাৰে হলি পাপী।

“সেঁ হাতে পুণ্য                      বাওঁ হাতে পাপ  
ছয়োটি ভূষণ তোৰ ;  
কৰ্ম-ফলেবে                      কৰিবি খণ্ডন  
এই অভিশাপ মোৰ।”

গুচি গ'ল ঋষি                      জ্বালি গ'ল মোৰ  
আজীৱন চিন্তানল ;  
পাপ পুণ্য কিনো                      নাজানো লুব্ধেঁ  
লুব্ধেঁ কৰম-ফল !

হাতৰে বাঁহীটি                      স্কলকি পৰিল  
অৱশ অথিৰ ভৰি ;  
কাষৰে সাদৰী                      জুৰিটীয়ে কলে-  
‘মোকেই থকাচোঁ ধৰি !’

গুট বহস্যৰ                      ছুৱাৰ-ডলিতে  
উফৰি পৰিল মন ;  
মাধুৰী পৰশি                      হিয়াখনি মাথোঁ  
নাচি উঠে ঘনে ঘন !

কাষৰে-পাঁজৰে                      ফুৰোঁ একোবাৰ  
তোমাৰে নঙলা চাই ;  
বৃথা থাকোঁ বহি                      জুৰিৰে পাৰতে  
বিবস বাঁহীটি বাই।

তন্ময়তাতে                      চতুৰ বাঁহীয়ে  
নতুন বাগিনী তুলি,  
জুৰিটীকে মোৰ                      হিয়াটি জনালে  
সান্ত্বনা লভিম বুলি।

জুৰিটীৰ প্ৰাণ                      থউকি-বাথউ  
মুখত মধুৰ গীত ;  
কোমল লতাই                      ধৰিছে সৰটি  
কঠিন পুৰুষ চিত।



বসন্ত দবাৰে                      পৰশতে যেন  
 বহাগীয়ে ধৰি চালি  
 ওকন্দা বুকুৰে                      উদাম গতিত  
 দিলে মন প্রাণ ঢালি।

পৱিত্ৰ জলত                      ডুবিয়াই মই  
 পালেঁ। নর উদগনি ;  
 চিকোন ধাৰাতে                      পৰশিলেঁ। যেন  
 সাগৰৰ হিয়া খনি।

আঁজলি আঁজলি                      পিলেঁ। হেপাহেৰে  
 শীতল ফটিক জল ;  
 তথাপি কিয়নো                      মৰ পিয়াহৰ  
 অন্ত নোহোৱা হ'ল।

জীৱন্ত জুৰিব                      জিলিকা গতিত  
 বিমল আনন্দ বাৰে ;  
 তথাপি কিয়নো                      হেৰোৱা বতনে  
 ঘনে বুকু মোৰ পোৰে।

তুমি পখিলীটী                      মুকলি-মূৰীয়া  
 নিদিয়া সহজে ধৰা ;  
 বাহিবত মাৰি                      বিবোধৰ গড়  
 (মোৰ) হিয়াখনি চুব কৰা।

হাবি বননিয়ে                      খেলা লুকা-ভাকু  
 মোলৈকে নোচোৱা ঘূৰি ;  
 হুখে অনুতাপে                      মৰু-জগতত  
 মৰেঁ। মই দেই-পুৰি।

নিলগে নিলগে                      যাচিলা যদিও  
 প্রণয় মাধুৰী খিনি,  
 ময়েতো তোমাৰ                      প্রথম অতিথি  
 তুমি মোৰ অতিথিনী।

আছে মউ সনা                      শ্রীতিৰ চাৱনি  
 তাৰেই মাধুৰী দিয়া ;  
 প্রেম-তৰঙ্গৰ                      ঘাত-প্রতিঘাতে  
 উথলক ছুটি হিয়া।



আজীবন চাম                      সিংখনি বয়ান  
নিদিয়া নিদিবা ধৰা ;  
মনব মাজত                      ভোমোৰা লুকাই  
জাবন মধুব কৰা ।

মাধুবী বিচারি                      ফুৰেঁ বনে বনে  
জলাই বুকুৰ জুই,  
জীৱন কৰিতা                      উঠিছে উথলি  
তোমাৰ পৰাণ ছুই ।

কোনোবা বিধিয়ে                      সবজিলে মোব  
অজব অমৰ প্ৰাণ ;  
তুমিয়ে শিকাল।                      জীৱন মাধুৰী  
প্ৰণয়ৰ অভিযান ।

খলা-বমা মোৰ                      জীৱনৰ গতি  
হৰষ বিবাদ সনা ;  
তোমাৰে পৰশে                      জগাব সঘনে  
যৌৱনৰ উন্মাদনা ।

তোমাৰে কাৰণে                      হাবি বন ভাঙি  
সাজিম সংসাৰ খনি ;  
সাত ভৈয়ামৰ                      সোণালী শইচ  
উপহাৰ দিম আনি ।

সাত সাউদর                      বতনে বসনে  
চবাম তোমার রূপ ;  
তোমাৰে কাৰণে                  কৰিম বিজয়  
শুৰিশাল কামৰূপ ।

তোমাবে চেনেহী                      বুকুটি সারটি  
কটাম জীরন মোব ;  
সবগী সুখেবে                      কবিম খণ্ডন  
ঝাষি অভিশাপ ঘোব ।

তুমিয়ে কপহী                      হবা সদা মোৰ  
সহচৰী মৰতৰ ;  
মৰতৰ এই                      বিচিত্র বুকুতে  
গাম জয় জীবনৰ ।



থাকে সদা মোৰ চকু মন প্ৰাণ  
 মিলনৰ প্ৰতীক্ষাত ;  
 (মোৰ) সকলো অঙ্গত কপ-জ্যোতি ঢালি  
 অন্তৰ কৰাঁহি শাঁত ।

অপাৰ কৰুণা মাধুৰী জেউতি  
 সৱাকো সামৰি লই  
 ওপচাই পাব বয় ধীবে ধীবে  
 অনন্ত প্ৰেমৰ নই ।



## দ্বিতীয় ভৰত

[ প্ৰাচীন বা জ্ঞানালোকৰ যুগ ]

দেৱতাৰ লীলা ভূমি প্ৰাগজ্যোতিষত  
 প্ৰকৃতিৰ পূৰ্ণ পয়োভৰ ;  
 বিৰাজিছে সদা যেন লক্ষ্মী সবস্বতী,  
 সাবলীল গতি জীৱনৰ ।

শ্যামল পৰ্বত ভূমি সুনীল আকাশ  
 মধুশ্ৰাবী নিবাৰ সমীৰ ;  
 জড় জীৱ জগতত উঠে গুণ-গান  
 দেৱতাৰ চৰম সৃষ্টিৰ ।

উষাৰ লোহিত বাগে বঞ্জিছে সদায়  
 প্ৰাগজ্যোতিষৰ ত্ৰিভুবন ;  
 নতুন সৃষ্টিৰ তেজে স্ফুৰ্ণমান  
 চৰাচৰ সৱাৰো জীৱন ।



বিচিত্ৰ মানৱ শ্ৰেণী বিচিত্ৰ সংসাৰ  
জীৱনৰ বিচিত্ৰ বিলাস ;  
শাবী শাবী লোকালয় নগৰ বন্দৰ—  
সমাজৰ বিশাল বিকাশ ।

জ্যোতিৰ পৰশ লাগি জিলিকিছে মোৰো  
অভিশাপে একাৰ অন্তৰ ;  
বক্ত বাগে বঞ্জিত যৌৱনৰ স্তৰে  
মথবিছে পৰ্বত প্ৰান্তৰ ।

নতুন নতুন মোৰ অঙ্গ-আভৰণ  
শৌৰ্য্য বীৰ্য্য স্তম্ভৰ যৌৱন ;  
নতুন নতুন মোৰ মনৰ প্ৰগতি,  
আঁকোৱালি ধৰেঁ। ত্ৰিভুবন ।

সংসাৰৰ হিত সাধি যাওঁ আগুৱাই  
ধবনীত বেথাটি পেলাই ;  
ঘাটে ঘাটে শত শত দেৱ-মন্দিৰত  
ফুৰেঁ। মই প্ৰগতি জনাই ।

জীৱনৰ অভিযান যৌৱনৰ গীত  
বঢ়ে। মই কালৰ বুকত ;  
আদিম যুগৰ সেই ললিতা কৱিতা  
জাগি উঠে নতুন ছন্দত ।

কতনো ভাবৰ ঢউ উঠি মাৰ গ'ল  
স্থিতিহীন জীৱন সোঁতত ;  
তথাপি প্ৰেয়সী সেই কাহিনী তোমাৰ  
সঁচা আছে হিয়াৰ চুকত ।

কত নিৰ্বাৰিণী আহি ব্যথিত অন্তৰে  
দিছে মোক তোমাৰে বাতৰি—  
বিবাহিণী ভাৱে তুমি ফুৰা ওচৰতে  
বন-বিহাৰিণী বেশ ধৰি ।

কিনো দুখে ভয়ে লাজে গ'লা জঁয়পৰি  
পাত্তি অভিষেক প্ৰণয়ৰ ?  
পাপৰ কালিমা যদি লাগিছে দেহাত,  
মুক্ত মোৰ পৱিত্ৰ অন্তৰ ।



মিত্র মই মানৱৰ দেৱ দানৱৰ,  
 মিত্র মই সকলো বৰ্গৰ ;  
 নিষ্ঠুৰ পৰশুধাবী মই যে নহয়,  
 বীৰ মই লোহিত কোঁৱৰ ।

তোমাৰ বিবহ গীতে দিগন্ত কঁপাই  
 দূৰণিতে দিয়ে মোকো ব্যথা ;  
 কৰুণাৰ্দ্ৰা কৱিতাৰ ঘন উচ্ছ্বাসতে  
 বচোঁ মই বীৰত্বৰ গাঁথা ।

পৰ্ব্বত ভৈয়াম ভেদি জিনিম তোমাক  
 ভাঙি শত শৈল কাৰাগাৰ ;  
 স্বৰগ পাতাল ভেদি জিনিম তোমাক  
 গাই শত বন্দনা তোমাৰ ।

মানস বাস্তৱ ছয়ো জগততে মই  
 বচি যাম প্ৰেম-অভিসাৰ ;  
 মোৰেই কাহিনী গাব স্বৰগে মৰতে  
 কাব্য গীতে কৱি-কল্পনাৰ ।

\* \* \*

সৌৱা গিৰি ভাস্মাচল উমানন্দ ধাম  
 দেৱৰ মন্দিৰ নিকপম ;  
 পুণ্য প্ৰেম-স্মৃতিময় শৈল শিখৰত  
 মিলনৰ কুঞ্জ মনোৰম ।

যোগীশ্বৰে ঢালে সদা মিলন মাধুৰী  
 উমা গিৰি-স্মৃতাৰ প্ৰাণত ;  
 জাগি উঠে স্বৰগৰ প্ৰেম-জ্যোতি শিখা  
 বিশ্ব-জোৰা সৃষ্টিৰ যজ্ঞত ।

দি প্ৰেমৰ পৰশতে গায় ঋষি সৰে  
 সাম-গান গভীৰ ছন্দত ;  
 গছ লতা বালি শিলে তোলে প্ৰতিধ্বনি  
 শিৱ-ভাস্ম ধৰি অন্তৰত ।

কামাখ্যা ভুবনেশ্বৰী তাৰা উৰ্বশী  
 অদূৰতে সতী অকল্মষী,—  
 সতী-পদ-বেণু ধৰি প্ৰাগজ্যোতিষ্পুৰ  
 জিলিকে ধৰাত অত্ৰাৱতী ।



অভিশপ্তা উৰ্বশীৰ সমাধি শিলাই  
 শাপ-মুক্তি কৰিছে ধিয়ান ;  
 গতিশীল জগতত স্থিতিশীলাকপে  
 উথলায় ধ্যানী কৰি-প্ৰাণ ।

কোনে কয় অভিশপ্তা উৰ্বশী সুন্দৰী ?  
 বিশ্ব জুৰি প্ৰেমৰ বিজয় ;  
 স্বৰ্গৰ প্ৰেমিকা আছে পাষণ ডোলত  
 ধৰা হ'ক প্ৰেমৰ আলয় !

আজি শিৱ-চতুৰ্দশী পুণ্য উৎসৱ  
 শত শত যাত্ৰীৰ জনতা ;  
 লোকাবণ্য মাজে দেখোঁ হই আত্মহাৰা  
 মূৰ্ত্তিমান মানৱ দেৱতা ।

মানৱ মূৰ্ত্তি ধৰি মানৱৰে সতে  
 মিলি যাওঁ নব উলাহত ;  
 জীৱনৰ গতি যেন থমকি পৰিল  
 কিবা চাকনৈয়াৰ মাজত ।

পুণ্য পৰশত মোৰ প্ৰশান্ত বুকুত  
 উঠে কিবা নৱ আলোড়ন ;  
 অনৱগুপ্তিতা কপে হাঁহিছে ধৰণী  
 লভি কাৰবাৰ পৰশন ।

কৱিতাৰ লহৰীয়ে ঢাকে পুণ্য ভাব,  
 উঠে নৱ ভাবৰ জুমুৰি ;  
 শিলনিৰে পৰা প্ৰিয়া যাচিলা হঠাৎ  
 মধু স্মৃতি সনা চকু যুৰি ।

অপূৰ্ব পুলক লাগি শিয়ৰিল হিয়া,  
 আবেগৰ চাকিটি জ্বলাওঁ ;  
 অতীতৰ জিলিঙনি ব্যথাৰ কাহিনী  
 মালা ৰচি তোমাকে পিন্ধাওঁ ।

অপূৰ্ব যৌৱন কান্তি অপূৰ্ব কাচন  
 সৌন্দৰ্য্যৰ গম্ভীৰ গৰিমা ;  
 তুমিয়েনে নিজানৰ ললিতা কুমাৰী  
 ধৰিছিলো চপল ভঙ্গিমা !



মিচিকনি বোল সনা য়ুত্ চারনিযে  
 গায় যেন প্রণয় কাহিনী ;  
 বুকুৰ কাঁচলি খনে কঁপি য়ুত্ য়ুত্  
 ফুটাইছে অফুঁট বাগিনী ।

কাব ফুলনিত মেলা কপৰ পোহাব,  
 কিনো পুণ্য ফুৰিছা গোটাই ?  
 তুমিয়ে উৰ্বনী মোৰ—ভাঙি দিয়ঁ যোগ,  
 অন্তৰতে বাথোঁ লুকুৰাই !

শত যুৱা যুৱতীয়ে পাতে পুণ্য কথা  
 ঋষিৰ আশীষ্ শিবে ধৰি ;  
 তোমাৰ নীৰৱ প্ৰাণে কিনো কথা কয়  
 ভাৱোঁ মই আপোন পাহৰি ।

দেৱ-মন্দিৰত বাত্ হোম-বস্ত্ৰ-ধ্বনি,  
 ভক্তি-বসে ধাৰ্মিক বিহ্বল ;  
 হৃদি-মন্দিৰত মোৰ প্ৰেমৰ বাগিনী,  
 মধু বসে প্ৰাণ উল্লাৰল ।

প্ৰাণ যায় তোমালই—সঙ্কুচিত মন,  
 নাজানিলোঁ দিব প্ৰতিদান ;  
 বহিলোঁ গৈ লাহেকই কাষৰে শিলত  
 পৰিহৰি লাজ অভিমান ।

কওঁনে নকওঁ কিবা, সোধোঁ নে নোসোধোঁ—  
 অন্তৰত উঠে খলকনি ;  
 জুব বা ছাটিয়ে দিলে শান্তিৰ চুম্বন,  
 মাৰ গ'ল ওঠৰ কঁপনি ।

পছিম আকাশ জোৰা হিৰণ্ময়ী জ্যোতি  
 চাই থাকোঁ তোমাকে ধিয়ানি ;  
 দিঠক সপোন ভেদি পশিল কানত  
 কোমল কণ্ঠৰ এটি বাণী :—

“গঙ্গা গিৰিবালাকপে ভ্ৰমিছে জগত ।  
 বিশ্বৰ কল্যাণ মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত ॥  
 প্ৰেম-প্ৰবাহত উঠি নিবেদিছে প্ৰাণ ।  
 পুণ্য ধামে পূৰ্ণ প্ৰাণ দিবা প্ৰতিদান ॥”



বিজুলী চমক লাগি উজ্জলিল মন,  
 মূৰ দাঙি তোমা পিনে চাওঁ ;  
 লাজে ভৰা অধোগুখী শিলনি বগাই  
 ঘপবাই মেলি দিলা নাও ।

সাদৰে বুকুতে থাপি কপহী ছবিটি  
 ঢউ মেলি দিলোঁ অলিঙ্গন ;  
 ছয়াঁ-ময়াঁ সৌন্দৰ্য্যৰ অমিয় পৰশে  
 ( মোৰ ) মন প্ৰাণ কৰিলে হৰণ ।

তটিনী তীৰতে শোভে এটি সৰোবৰ  
 শিলে গঢ়া তাৰ চাৰি পাৰ,  
 লাগি ধুমুহাৰ ঢউ খহি যায় গৰা,  
 ছুটি প্ৰাণ হয় একাকাৰ ।

জনতাৰ কপ-বাজি কলবৰে মোক  
 বাস্তৱৰ পিনে নিয়ে টানি ;  
 তন্ত্ৰালস মনে মোৰ দেখা পায় যেন,  
 প্ৰণয়ৰ বিশাল কাহিনী ।

আদিম সৃষ্টিৰ যেন দোকমোকালিতে  
 জিলিকিল সৰগী সপোন :—  
 হিম-গিৰি শিখৰৰ কুঁৱলী আঁৰত  
 (তুমি) মেলিছিল কপৰ দাপোণ ।

নাচি বাগি গাই ফুৰা আজলী হিয়াত  
 কিবা যেন বেদনাৰ স্তব ;  
 কুঁৱলীৰ মাজে মাজে জিল্মিল্কই  
 বিৰিঙ্গিল যৌৱন মধুৰ ।

ক্ষণেক থমকি যেন কিবা ভাবিগুণি  
 লাহেকই চাপিলা ওচৰ ;  
 ( মোৰ ) তপত চুমাটি লই কপালী গালত  
 বিহৰিলা পৰ্বত প্ৰান্তৰ ।

নাচৰ নূপুৰ বৰে কঁপিল অম্বৰ,  
 লয়লাসে বায়ু টল্‌মল্ ;  
 কপৰ তেজুতে যেন মানস বুকুত  
 ফুলি উঠে লক্ষ শতদল ।



ভাবিলেঁ। তোমাবে সতে মিলি বিশ্বময়  
তোমাবেই কপ গুণ চাম ;  
লোহিত মূৰতি ধৰি ব্রহ্মপুত্র মই  
সৃষ্টি জুৰি মাধুবী বিলাম ।

গীতৰ স্রবতে যেন কলা তুমি মোক—  
“ইচ্ছা তব পূৰ্বাম নিশ্চয় ;  
ভিন ভিন কপে বেশে যাচিম সকলো,  
মই কপ তুমি জ্যোতিৰ্ময় ।

“যুগ-যুগান্তৰ মোক লভিবা নিশ্চয়  
প্ৰণয়ৰ জীৱন্ত প্ৰতিমা ;  
লৌহিত্যৰ গতিতেই দিম প্ৰতিদান  
সঙ্গ আসঙ্গৰ মধুৰিমা ।

“বিশ্বৰ বুকুতে আমি ছয়োবে মিলন,  
ধৰণীয়ে প্ৰেমৰ শলিতা ;  
তাতেই দীপিতি ঢালি, তাৰেই বুকুত  
বচি থবা প্ৰেমৰ কৱিতা ।

“প্ৰেম-অভিযান অন্তে লভিবা যিদিনা  
জীৱনৰ পূৰ্ণ তৃপ্তি যিনি ;  
পূৰ্ণ মিলনৰ মুক্ত মহা সমুদ্ৰত  
কাৰ্য্যৰো যে হব সামৰণি ।”

তুমি কামকপা কান্তা গঙ্গা গিৰিবালা,  
ময়ে স্রষ্টা ব্ৰহ্মাৰ নন্দন ;  
মন্দাকিনী ভোগৱতী জাহ্নৱীৰ বেশে  
( তুমি ) তৰঙ্গিত কৰা ত্ৰিভুবন ।

মই মৃত্যুহীন প্ৰাণ, তুমি মৃত্যুহীনা  
জগতৰ জীৱন কপিণী ;  
লৌহিত্যৰ বুকুতেই মূৰলী বজাই  
তোলেঁ। বিশ্ব-প্ৰেমৰ বাগিনী ।

তোমাৰ বাণীতে প্ৰিয়া হইছে ধ্বনিত  
সপোনৰ বহস্ব বচন ;  
মিলন বিচ্ছেদ বান্ধি একেটি স্রবত  
দিছা মোক প্ৰণয় বন্ধন ।



তোমাবে প্রতিমা খনি থাপিলেঁ। হিয়াত,  
পুণ্যৰ সাধন মোৰ ব্রত ;  
কৰ্ম জ্ঞান মন প্রাণ অৰ্পিলেঁ। সকলো  
পূৰ্ণতাৰ অনুসন্ধানত ।

আপোনাৰ ক্ষুদ্র গণ্ডী আপুনি বঢ়িছেঁ।,  
তুমি ভ্রমা বিমুক্ত জগত ;  
নিছিঙিবা কেতিয়াও ই প্রণয় বান্ধ,  
ই যে মোৰ জীৱন সম্পদ ।

অতীত কৰ্মৰ ফল কীৰ্ত্তি বিভৱ  
কৰ্মনশাই কৰিছে হৰণ ;  
প্রেম-প্রবাহত উটি প্ৰেমময় ধামে  
পালেঁ। পুনু বিৰাট জীৱন ।

পাপৰ কলঙ্ক লই নোখোজেঁ। পশিব  
পঞ্চপীঠ প্রাগজ্যোতিষপুৰ ;  
উত্তৰ কূলতে পাতি শত পুণ্য ধাম  
অভিশাপ কৰেঁ। মৰিমূৰ ।

উৰি যায় পাচে পাচে মন পখী মোৰ,  
প্ৰেম-জেউতিৰ দিবা জ্ঞান ;  
দেৱ-পূজা উপচাৰ মাধুৰী বিলাই  
সফলাবা মোৰ অভিযান ।

বাসকসজ্জাৰ বেশে মোৰে বাট চাই  
বৰা মন্দিৰৰ ঘাটে ঘাটে ;  
মোৰেই কল্যাণ হেতু, পতিত পাৱণি !  
প্ৰেম-লীলা খেলা মোৰে সতে ।

মানৱক সেৱি ফুৰা অমৰ বন্দিতা,  
পাতিবা স্বৰগ মৰতত ;  
মানৱে দেৱতা হয় দেৱয়ো মানৱ  
বিশ্ব জোৰা প্ৰেমৰ কাৰ্য্যত ।

মানৱৰ অন্তৰেই দেৱৰ মন্দিৰ  
সত্য শিৱ সুন্দৰৰ থান ;  
মানৱৰ ঘৰে ঘৰে শুনাম সদায়  
সত্য প্ৰেম অহিংসাৰ গান ।



নতুন আলোক বাশি নতুন চেতনা  
 পুৰণিৰ নতুন উচ্ছ্বাস ;  
 মধ্যম পথতে হ'ক মৰতত মোৰ  
 জীৱনৰ চৰম বিকাশ ।

হাঁহি মুখে বঙা বেলি হ'ল অন্তৰ্দ্ধান  
 নাচে তৰা নীল আকাশত ;  
 একাৰ বিশ্বত উঠে শান্তিৰ হিল্লোল  
 জড় জীৱ মগন ভাবত ।

বিশ্বৰ বুকুত বয় বসন্তৰ বাৰ  
 আনন্দতে নাচে কবি-প্ৰাণ ;  
 তোমাৰ হিয়াত বয় প্ৰেম-মন্দাকিনী  
 থাপোঁ তাতে ধৰম ধিয়ান ।



## তৃতীয় তৰঙ্গ

[ মধ্য বা বিশৃঙ্খলতাৰ যুগ ]

চকুৰ আগতে ভাহে তোমাৰে মধুৰ ছবি,  
 মানসতো মধু জিলিঙনি ;  
 উকঙা ভাবত উটে অথিৰ মনটি মোৰ,  
 অকলশৰীয়া হিয়া খনি ।

নগৰৰ পৰশত বিলাসী নাগৰ সাজি  
 গালোঁ কত প্ৰেমৰ সঙ্গীত  
 আকুল কল্পনা মোৰ ভাবৰ বিলাস হ'ল,  
 তুমি ফুৰা দূৰ দূৰণিত ।

মন্দিৰে বিহাৰে ফুৰি তোমাৰে বাতৰি স্তুধি  
 যাওঁ আগুৱাই আগুৱাই ;  
 ব্ৰাহ্মণ শ্ৰমণ জৈনে কয় ভিন ভিন পথ,  
 পথৰো যে সীমা সংখ্যা নাই ।



প্ৰণয়ৰ পূৰ্ববাগ মান অনুবাগ থিনি  
 প্ৰবাসত লেবেলি যে যায় ;  
 অভিসাৰিকাৰ বেশে ইকি আচৰণ প্ৰিয়া,  
 কি মতে লুকাল সতকাই ?

আঁউসীৰ আকাশত হাঁহে পূৰ্ণিমাৰ জোনে,  
 হাঁহে সৰে মাধৱী উষাত ;  
 কিয় কাঢ়ি নিলা মোৰ যৌৱনৰ হাঁহি থিনি  
 বাথি মোক কুঁৱলীৰে ছাঁত ?

মাধৱী মলয়া আহি জগায় ফুলৰ কলি  
 ফুলনিত ঢালি সঞ্জীৱন ;  
 কোন পৰাণেবে দিলা কঠুৱা পছোৱা মেলি  
 বিবহৰ ব্যথা অসহন ?

তোমা প্ৰেম জিলিঙনি সাদৰে থাপিছোঁ। প্ৰিয়া  
 সগোপনে পৱিত্ৰ হিয়াত ;  
 হিংস্ৰক ডাৱবে কিয় উষাত কালিমা সানে  
 বিদায় বিষাদ সন্ধিয়াত ?

উৰি ফুৰে মন মোৰ বিচাৰি তোমাৰে ঠাই  
 লোকালয় মন্দিৰ বিহাৰ ;  
 বাঙলী বসন্তোৎসৱ ধূৰ্লি-কুঁৱলী হ'ল,  
 পালো মাথোঁ বিষাদৰ ভাৰ !

বচকী চৰায়ে গায় বসন্তৰে গুণ-গান,  
 কুঞ্জ-বনে তুলিছে জোঁকাৰ ;  
 কঠোৰ ধুমুহা আহি কোমল আনন্দ শ্ৰীতি  
 ক্ষন্তেকতে কৰে চুবমাৰ !

পুণ্যময় সোঁহাতেৰে পাতিলোঁ অশোকাষ্টমী  
 তোমাৰেই আগমন গণি ;  
 ঘোৰ শিলাবৃষ্টি আহি অকালতে মেলা ভাঙি  
 দিলে মোক শোকৰ অগণি !

সোঁৱে বাঁৱে মাজে মাজে বালুকা মন্দিৰ সাজি  
 থাপোঁ তাতে তোমাৰে আসন ;  
 বলিয়া বাৰিষা আহি ডকা চাকনৈয়া তুলি  
 ভাঙি নিয়ে মোৰে হিয়া খন !



যৌৱন বানত উটি তোমাকে বিচাৰি ফুৰেঁ।  
 গাঁৱে-ভূঁয়ে হৃদয় বিলাই ;  
 ঘাটে ঘাটে কপহীৰ জল-কেলি কত চাওঁ,  
 তুমি প্ৰিয়া নাই নাই নাই !

ই কিনো শক্তি ধৰা চিকোণ বিজুলী লতা,  
 হানা হিয়া-ভেদী বজ্ৰবাণ ;  
 ই কিনো মাধুৰী ধৰা চিকোণ কুসুম পাহি,  
 উতলোৱা পুৰুষ পৰাণ !

শবতৰ চন্দ্ৰমাতো শান্তিৰ কাঙাল মই,  
 হিমতো যে বুকু মোৰ পোৰে ;  
 নোৱাৰো সহিব প্ৰিয়া ই হেন বিবহ জ্বালা,  
 কিদৰে লুমাওঁ চকুলোৰে !

কিয়নো জগালা মোক সুদূৰৰ যাত্ৰী তুমি  
 ভ্ৰমি ফুৰা দেশ-দেশান্তৰ ;  
 কিয় নিবেদিলে প্ৰাণ যদি দিয়া নেওচন  
 দুখ সুখ এই সংসাৰৰ !

কি দুখত সামৰিলা প্ৰণয়ৰ লীলা খেলা  
 যৌৱনৰ এই অকালতে ;  
 কি দৰে চলাওঁ মই পূৰ্ণতাৰ অভিযান  
 যুঁজি ঘন কুঁৱলীৰে সতে ?

জগতৰ খেলি-মেলি জীৱনৰ অৱসাদে  
 পদে পদে বোধে মোৰ গতি ;  
 সংসাব্যভয়ে যদি ধৰিলা ভিক্ষুণী বেশ,  
 এয়েনে প্ৰেমৰ পৰিণতি ?

হিয়াতে থাপিছেঁ প্ৰিয়া তোমাৰে প্ৰতিমা খনি  
 প্ৰেমাঞ্জলি তোমাৰে হিয়াত ;  
 তুমিয়ে মাথোন মোৰ জীৱনৰ ধ্বংস-তৰা,  
 থাকোঁ সদা মিলন তুমিত ।

পাষণ হিয়াতে যদি আঁকিছা ছবিটি মোৰ,  
 পাষণেতো নাজানে ছলনা ;  
 পাষণ প্ৰতিমা তুমি কুসুম সৰভি মেলি  
 (মোৰ) যুগে যুগে জগাবা কল্পনা ।



মায়াৰে বান্ধিছা যদি মুগুন্ধু পবাণ মোৰ  
মিছা বেশ ধৰি প্ৰেমিকাৰ,  
মায়াৰ মাধুৰী কণে শক্তিৰ মূৰতি ধৰি  
সফলাৰ মোৰ অভিসাৰ।

শিৱ শক্তি নাৰায়ণ বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জিন  
সৰে পায় পূজা ভক্তি মান ;  
তোমাৰে পৱিত্ৰ প্ৰেমে জিলিকিম জগতত  
(মই) উপেক্ষিত ব্ৰহ্মাৰ সন্তান।

তোমাৰে পুণ্যৰ বাণী বুকুতে সাৱটি লই  
তৰা-বছা আকাশ ধিয়াওঁ ;  
ধৰাৰ বুকুত দেখি পূৰ্ণ জীৱনৰ বেথা  
খোঁজে খোঁজে আগ বাঢ়ি যাওঁ।

অতীতৰ বস্তী গছি আজিও নুমোৱা নাই  
মৃত্যুঞ্জয়ী শলিতা যে তাৰ ;  
নতুন আবেগ ঢালি উজলাই বিশ্বলোক  
সাধি যাম উদ্দেশ্য তোমাৰ।

বুজিছোঁ। সকলো খিনি তথাপি নাপাওঁ যেন  
স্বৰূপৰ চিনাকি তোমাৰ।  
দেৱী নে ঋষি জীয়াবী গন্ধৰ্বী নে অপ্সৰী  
ধৰা বেশ বসন্তুসেনাৰ।

দেখিলোঁ। শুনিলোঁ। যিবা সেয়েই সমল মোৰ  
প্ৰণয়ৰ কুটিল পথত ;  
আশা নিবাশাৰ কণা নিত্য সাৰথি মোৰ  
বহন্ত্ৰৰ বননি মাজত।

অন্তৰ্দ্ধান পটতেই বিজুলীৰ বেথা আঁকি  
ফুৰি ফুৰা কাষৰে পাঁজৰে ;  
তোমাৰ বাতৰি দিছে আকুল বিবহী মোক  
বসন্তৰ ডাৱৰ সমীৰে।

সমাজে বিহিছে যদি লাজৰ ওবনি খনি—  
পণ্ডিতৰ কপট বিধান ;  
সতীত্বৰ বিকাশত লাজৰ বিলয় হ'ক,  
ওবনিবো হ'ক অৱমান।



সমাজে বিহিছে যিবা জাত কুল অভিমান  
আজিয়েই দিওঁ বিসৰ্জ্জন ;  
তোমাৰ পৱিত্ৰ হিয়া শত পুণ্য তীৰ্থ মোৰ,  
প্ৰেম শ্ৰীতি সত্য সনাতন ।

সমাজৰ ব্যৱধানে স্বার্থপৰ অনুষ্ঠানে  
সমাজকে বাখে দাসত্বত ;  
প্ৰেমিকৰ মনপ্ৰাণ বিদ্ৰোহীৰ অগ্নি-বাণ,  
ভেদি যায় পাষণ পৰ্ব্বত ।

সমাজ সংসাৰ এবি সাধক সন্ন্যাসী সাজে  
যোগী ব্ৰহ্মচাৰী বামাচাৰী ;  
সহস্ৰ যৌৱনে মোৰ ভুগক সংসাৰ জ্বালা,  
এটি মাথোঁ চুমাৰ ভিখাৰী ।

নাবাক্কো কদাপি প্ৰিয়া তোমাৰ মুকলি প্ৰাণ  
সংসাৰীৰ কঠুৱা ডোলেৰে ;  
মুহু মলয়াৰ দৰে চুমা এটি খাম মাথোঁ  
ঘাটে ঘাটে ইপাৰে সিপাৰে ।

ইপাৰে সিপাৰে ছয়ো মুকলি মনেৰে ফুৰি  
ঠায়ে ঠায়ে অলকা পাতিম ;  
সহজ আনন্দে ভৰা কপ-মাধুৰীৰ নৈত  
চিৰকাল নাছবি থাকিম ।

উত্তৰ কূলতে ছয়ো পাতিম পৱিত্ৰ গীঠ  
পুণ্যময় প্ৰেমময় ধাম ;  
পাপ-তাপ আঁতৰাই ছুটি প্ৰাণ এটি কৰি  
চিৰ বসন্তৰ গীত গাম ।

আমাৰ গীততে প্ৰিয়া নাচিব মলয়া বান  
কানন উঠিব ফুলি ফুলি ;  
চিৰ বসন্তৰ মদে মত্ত পশু পক্ষী সৰে  
আমাকে যাচিব মিতিবালি ।

তোমাৰেই নাচে গীতে মনিৰাজ নাগেশ্বৰ  
ফুলিব প্ৰমোদ কাননত ;  
বাতুল চৰণ লাগি ফুলিব অশোক জুপি,  
কুকৰক স্নেহালিঙ্গনত ।



মিচিকনি চাৱনিযে ফুলাব চম্পক তিল,  
উপহাসে মদাৰ বাতুল ;  
সুমুখৰ বায়ু লাগি ধৰিব আমৰ মোল,  
মত্ৰ গন্ধে ফুলাৰ বকুল ।

ফুলিব প্ৰিয়ঙ্গু ৰূপে জীৱন যৌৱন মোৰ  
ভোমাবেই মাধুৰী পৰশি ;  
এই ধবণীতে মোক দিবাৰ্হি নিৰ্বাণ সুখ  
প্ৰেম তৃপ্তি শতধা বৰষি ।

আমাৰে অভিন চিতে উজলাব ত্ৰিভুবন  
প্ৰেমানন্দ কৰিব বিস্তাৰ ;  
মানৱৰ কাননত ফুলিব কৰুণা ফুল  
ফলিব বিশ্বৰ উপকাৰ ।

একেটি মিনতি মাথোঁ প্ৰাণৰ বান্ধৱী মোৰ  
থকাঁ সদা মোৰে ওচৰত ;  
সবলতা সহিষ্ণুতা জননীৰ স্নেহ ঢালি  
কৰাঁ মধুময় মোৰ ব্ৰত ।

যদিহে সংশয় হয়— কঠুৱা পৰাণ মোৰ,  
ছিগা তাৰ হৃদয় বীণাৰ ;  
বুকু ফালি দেখুৱাওঁ বুজি পাবা প্ৰিয়া তাত  
উঠে শত কৰুণ বান্ধাৰ ।

নিশিক্লিলোঁ চতুৰালি বুজাব প্ৰাণৰ কথা,  
ধৰা খনে বুজে ভুল মোক ;  
যদি কৰা অভিমান নুবুজি হিয়াৰ ব্যথা  
চেনেহেৰে সোধাঁ চকুলোক ।

প্ৰেম যাচা আঁৰে আঁৰে, আনন্দৰ চকুলোৰে  
নিলগতে নিবিথি থাকিম ;  
আবেগৰ অগণিত দেই-পুৰি ছাই হব  
ব্যৱধান অস্থায়ী কৃত্ৰিম ।

নগৰে বন্দৰে আছে ধনী ভূঞা সদাগৰ  
সাজি শত সুন্দৰ বাসৰ ;  
লুকালে পুৰস্তী বেশে, ধৰি মগনীয়া বেশ  
ভিক্ষা মাগি চাপিম ওচৰ ।



গিৰি গুহা কুঞ্জ বন লোকালয় অগণন  
লুকোৱাহি বিহবে মাজত ;  
মুখে কৃষ্ণ-লীলা গাই বীণ বৰাগীৰ বেশে  
বহিম গৈ তোমাৰে কাষত ।

তোমাকে বিচাৰি প্ৰিয়া অকণি ডিঙাতে উঠি -  
পাব হম অপাব সাগৰ ;  
মন্ত্ৰ-যোগাচাৰ্য্য সাজি কামৰূপী মায়া মন্ত্ৰে  
পাব হম মহা অগ্নি-গড় ।

হিম-গিৰি চূড়া যদি তোমাৰ আলয় হয়,  
যোগ-বলে তালৈকে উঠিম ;  
মানসৰ তলি যদি তোমাৰ গুপ্ত থান,  
হেলাবঙ্গে তাতো ডুব দিম ।

বোৱা যদি কল্লু-ধাৰা, বজাম ককণ বীণ  
অস্ত্ৰৰ পূৰ্ণ আবেগতে ;  
মল্লাৰ বসন্ত বাণে জগাই তবঙ্গ মালা  
মিলি যাম একেটি সোঁততে ।

খেলিলে মায়াৰ খেলা, আঠ শিৱ শক্তি ধৰি  
বহুকণী মায়াৰ ছেদিম ;  
প্ৰেমৰ সমীৰ ঢালি আঁতৰাই গাব ধূলি  
জ্যোতিৰ্জয়ী তোমাক লভিম ।

দিৱ্য বিদ্যাধৰী সাজি তৰাৰ পেখমে যদি  
মৰতক কৰা ইতিকিং,  
বিজয়ী গাণ্ডীৰ ধৰি কোটি দিৱ্য বাণ মাৰি  
সকলোটি তৰাকে পাৰিম,  
মালা গাঁথি তোমাকে যাচিম ।

ধৰোঁ দধীচিৰ অস্থি পৰশুৰামৰ তেজ  
শোষণত অগস্ত্য প্ৰতিম ;  
হৰ-ধনু ভঙ্গ কৰি স্বৰ্ণ লঙ্কা ধ্বংস কৰি  
মহা সতী তোমাক লভিম ;  
হৃদি-বৃন্দাবনত থাপিম ।

মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ শাস্ত্ৰ কুলৰ মই  
অমোঘাৰ গৰ্ভ-জাত বীৰ ;  
যুগে যুগে ব্ৰহ্মতেজা প্ৰচণ্ড যুৱক বজা  
আকাশ পাতাল পৃথিবীৰ ;  
—বাণী তুমি ত্ৰিলোক জয়ীৰ ।



অনন্ত শক্তি ধৰী বিচিত্র পৰাণ মোৰ  
 সুবিশাল হৃদয়ৰ দ্বাৰ ;  
 প্ৰেমৰ তবঙ্গাঘাতে খহি বেৰা ব্যৱধান  
 সামৰিছে তিনিও সংসাৰ ;  
 —থাপোঁ তাতে আসন তোমাৰ ।

বিশ্বৰ মন্দিৰ জোৰা অলন্তু প্ৰদীপ মই,  
 তুমি মোৰে প্ৰেমৰ প্ৰতিমা ;  
 মোৰে জেউতিত তুমি বিকাশিছা বিশ্বময়  
 ত্ৰিগুণৰ অনন্ত গৰিমা—  
 সৃষ্টিৰ গুপ্ত মধুৰিমা ।

\*

\* \*

নহয় নহয় প্ৰিয়া, মিছা অহঙ্কাৰ মোৰ  
 অলীক ভাবনা ভাবে উতলা পৰাণে ;  
 উদিছে স্মৃতিত পুত্ৰ তোমাৰ অমৰ বাণী,  
 পুণ্য ধামে পূৰ্ণ প্ৰাণ দিম প্ৰতিদানে ।

কোনোবা যুগৰে পৰা পূৰ্ণতাৰ যাত্ৰা মোৰ  
 সুবিশাল অভিযান দুৰ্বেৰাধ্য বিহাৰ ;  
 অন্তৰৰ জেউতিয়ে নিব দেখুৱাই পথ  
 নিৰাশা নিপাতি ধৰোঁ সংযম তোমাৰ ।

তোমাৰো হিয়াত বয় একেটি নিছিগা সোঁত,  
 পৰ্বত ভৈয়াম ভ্ৰমি মোতে মিলিবাই ;  
 বসন্ত মলয়া বোধি দিম পূৰ্ণ হিয়া ঢালি,  
 তোমাৰে গতিত প্ৰাণ দিম উটুৱাই ।

একেটি উদ্দেশ্য লই ভ্ৰমিছা প্ৰেমিকা বাল্য  
 প্ৰশান্ত প্ৰেমৰ মৃদু উৰ্মিমাল্য তুলি ;  
 বহন্ত মেখলা পিন্ধি ঢাকিছা কপালী হিয়া,  
 মেঘৰ মাজত যেন লুকোৱা বিজুলী ।

ধৰণী বিয়াপি বোৱা গঙ্গা দশহৰা তুমি  
 কামকপী গিৰি বনে আছা অলক্ষিতা ;  
 মোৰ তীৰতেই পতা শতক অশোকাষ্টমী,  
 মলিন দৃষ্টিত মোৰ হোৱা অন্তৰ্হিতা ।

কোনোবা যুগৰে তুমি মানসী প্ৰেয়সী মোৰ,  
 বিলাইছা ধৰণীত প্ৰেম পৱিত্ৰতা ;  
 ধৰাৰ বুকুত দেখোঁ যতক আউল আৰ  
 তুমিয়ে গুচাই দিয়া ঢালি সবলতা ।



যুগে যুগে নর কপে হ্লাদিনী শক্তি তুমি  
কবিছা বিজয় মোর পুরুষ পবাণ ;  
ললিতা, কান্তা, সন্ধ্যা,—গায়ত্রী কপিণী তুমি,  
তুমিয়ে শুনোরা মোক সনাতন গান ।

তুমি বজী, তুমি 'বাই', তুমি বামী বজকিনী,  
তুমি চিব বসময়ী ভক্তি দায়িনী ;  
কপে বসে বিকশিতা মন্ত্রে গীতে বন্দিতা  
তুমি মোর ছন্দোময়ী করিতা কপিণী ।

তোমার যৌরন কান্তি বিবিসিছে বিশ্বময়  
কবিতার হিল্লোলত নাচি উঠে প্রাণ ;  
তোমার তুমিত প্রিয়া/যি গবিমা খিনি  
চিবকাল সেয়ে মোর কামনা ধিয়ান ।

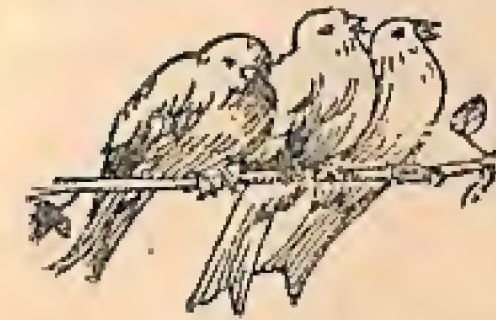
তোমার ককণা প্রিয়া বিশ্বক বিলাই দিয়া,  
সর্ব বিশ্ববাসীকেই আপোন মানিম ;  
তোমার তুমিত প্রিয়া আছে যি মাধুরী সনা  
তাতে মাথে। স্বার্থ মোর অটুট বাখিম ।

তোমার অবুজ নীতি আসক্তি কীর্তি বিবাগে  
তোলক জগত জুৰি ভাবব প্লারন ;  
তোমার তুমিত প্রিয়া আছে যি মঙ্গলময়  
সেয়ে মোর জীবনব সাধনার ধন ।

স্ববগব মন্দাকিনী ধবণী প্লারিত কবা,  
ধবণীতে হব মোর প্রেমব সাধন ;  
ধবণীৰ পাপে তাপে কায়া যদি লয় হয়,  
তোমার চুম্বনে মই লভিম তৰ্পণ ।

\*

ভ্রমা যদি অনন্ত বিশ্বত, পাম লগ অনন্ত পথত,  
একে সুরে গাম পূর্ণ মিলনব গান ;  
কায়া হয় হ'ক ধূলিসাৎ, বিশ্ব লয় হ'ক প্রলয়ত,  
ব্রহ্ম-সমুদ্রত মিলি হম পূর্ণ-প্রাণ ।





## চতুর্থ ভাৰত

[ আধুনিক বা নব্যসৰ যুগ ]

অশোকাষ্টমীত চালে। এটি বাৰ  
 কৰ্ণেক জিলিকা তোমাবে ছবি ;  
 নবীন পুলকে উথলি উঠিছে  
 দিবা-নিশি মোৰ আকুল কৰি ।

পুৰণি বস্তীৰ আলোকত কত  
 বচিলে। কবিতা আবেগ ময় ;  
 কত অভিযান কত অভিসাৰ  
 কালৰ বুকুত পৰিছে জঁয় !  
 আজি পছোৱাৰ হেন্দোলদোপত  
 নতুন চেতনা জাগিছে প্ৰাণত,  
 নতুন যুগৰ নতুন বীণত  
 নতুন গীতৰ নতুন লয় ;  
 মৰহা মলিন প্ৰকৃতিৰ বুকু  
 কপ-বস গন্ধ মদিৰাময় ।

## ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অভিযান

ছঁয়া-মঁয়া যদি জীৱন তোমাৰ,  
 মনোময় মোৰ প্ৰেমাভিযান ;  
 ভাবনাৰে যদি সাধনা তোমাৰ,  
 দিয়া কৰিতাৰ অমৰ তান ।  
 অপূৰ্ণ প্ৰাণত জ্বলি হোমানল  
 প্ৰেমৰ প্ৰতিমা জ্বলা জল-মল,  
 অশ্রু বিষাদ পুলকিত কৰি  
 উজলোৱা মোৰ প্ৰেমিক প্ৰাণ ;  
 কৰিতা কলাৰে বচি ই জীৱন  
 প্ৰতিদানে দিওঁ তাকেই দান ।

বিহুতীয়ে বচে প্ৰাণৰে কৰিতা  
 যৌৱনৰ অভিযান ;  
 পৰ্ব্বতে ভৈয়ামে আনন্দ উলাহ  
 জীৱনৰ জয় গান ।  
 আক কত দিন প্ৰাণৰে বান্ধই  
 ওৰণি আঁৰত থাকিবা লুকাই,  
 জড়-জীৱ হিয়া স্পন্দিত কৰি  
 তোমাবে প্ৰেমৰ উঠিছে বান ;  
 মোৰেই বুকুত উৰোৱা তোমাৰ  
 বিজয়ী কেতন কীৰ্তিমান ।



উষাই বিলায় উথরা ধবাত  
 তোমাৰে সঞ্জীৱনী ;  
 কুঞ্জে কাননে মাৰিছে মদনে  
 ফুল-বাণ সন্মোহনী ।  
 বচকী চৰায়ে গায় আগমনী,  
 তৰু-লতিকাই তোলে প্ৰতিধ্বনি,  
 দ্বীপ-দ্বীপান্তৰ বনকাই ফুৰে  
 প্ৰেম-তবঙ্গৰ মধুৰধ্বনি ;  
 জিলিকে বিশ্ব-ধবাব বুকুত  
 তোমাৰে মধুৰ প্ৰতিমা খনি ।

তোমাৰে সৌন্দৰ্য্য বিলায় কাননে,  
 তোমাৰে সৌৰভ পছম পাহি ;  
 তোমাৰে মাধুৰী সানি বুকুটিত  
 জুৰিটীয়ে মাৰে কপালী হাঁহি ।  
 তোমাৰে খোঁজৰ নেপুৰৰ ধ্বনি  
 বজ্জ বুকুতো তোলে শিয়ৰণি,  
 তোমাৰে গীতৰ স্তব্ধচিত্ত বাজে  
 মুহু মলয়াৰ কোমল বাঁহী ;  
 স্বৰ্গ পৰশা পাখী মেলি মোৰ  
 মন-পখী ফুৰে উলাহে ভাহি ।

মোৰ, আবেগ মধুৰ বিবহ মধুৰ  
 মধুৰ জীৱন স্মৃতি ;  
 ভাবনা মধুৰ কামনা মধুৰ  
 মধুৰ মানস শ্ৰীতি ।  
 ধবাতে চলাই প্ৰেম-অভিযান  
 ভুগিছোঁ কতনা তোমাৰেই দান,  
 কুঁৱলীৰ জাল ফালি কত বাৰ  
 চালোঁ স্বৰ্গৰ ক্ষীণ দীপিতি ;  
 স্বৰ্গীয় সুধাৰ কলসীয়ে যেন  
 বৰষিছে মোৰ প্ৰেম-তৃপ্তি ।

জীৱন মৰণ জয় পৰাজয়  
 নাই যে ভাবনা তাৰ ;  
 আশা নিবাশাৰে বচি কত মালা  
 যাচোঁ প্ৰেম উপহাৰ !  
 ক'লা ডাৱৰত খেলিছে বিজুলী,  
 কঁপে মন প্ৰাণ আকুলি ব্যাকুলি,  
 কল্পনা বথত লাগিছে ধুমুহা  
 দিগ্-দিগন্ত কৰোঁ বিহাৰ ;  
 ছ'য়া-ম'য়া কিবা ধৰোঁ ধৰোঁ কৰি  
 পৰোঁহি উফৰি পুনৰ বাৰ ।



মেঘৰ সিপাৰে হিবণ-কিবণ,  
 সাগৰ তলিত মুকুতা মণি—  
 নলিনীৰ হিয়া মৰহি পৰিছে  
 মানিনী নামানে শত বুজনি।  
 কঠুৱা মেঘৰ বুকু কুমলিল,  
 সাগৰৰ তলি উথলি উঠিল,  
 নলিনী পৰশে বৃষ্টিৰ ধাবাত  
 পতিৰ গলিত হৃদয় খনি ;  
 মানিনী বোটলে চউ ভাঙি ভাঙি  
 লাখ মুখুতাৰ চিকমিকণি !

সাক্ষ্য সমীৰে কিয় এনেদৰে  
 কঁপায় বীণৰ তাঁৰ,  
 কৌমুদী প্লাৱিত নলিনী বুকুত  
 কি নো বেদনাৰ ভাৰ ?  
 কোনে মছি নিব জীৱনৰ মোৰ  
 কৰুণ কাহিনী ব্যৰ্থতাৰ ;  
 —নাই ওৰ ভাবনাৰ !

সৰগৰ বাণী সপোন কুঁৱৰী  
 থকা গই সৰগতে ;  
 মৰতৰ সুধা পিয়াসী পৰাণী  
 থাকি যাম মৰততে।  
 নিবিচাৰোঁ পুত্ৰ তোমাক প্ৰেয়সি,  
 দূৰ গগনৰ অন্তৰাল পশি,  
 তোমাৰ প্ৰেমৰ সৰগী সপোন  
 ফলিব বাস্তৱ ধৰা ধামতে ;  
 দুখনি হিয়াৰ দান প্ৰতিদান  
 ঘটিব ধৰাৰে বাতি দিনতে।

বিহৰিছা তুমি এই মৰততে  
 পৱিত্ৰ প্ৰেমৰ বাণী বিলাই ;  
 ক্ষুদ্ৰ গণ্ডীত খেপিয়াওঁ মই  
 একাৰৰ বোজা মূৰত লই।  
 উৰি ফুৰে মন গতি পথ ভুলি,  
 দেখোঁ ধৰাময় কিবা খেলি-মেলি,  
 বঙা হিয়া খনি ক'লাকৈ বোলালে  
 পৰাধীনতাৰ হুমুনিয়াই ;  
 পাপ তাপ হিংসা কালিমাৰে ভৰা  
 ই ধৰা যে আজি নিৰাশ ঠাই !



সংসাৰ সূখৰ সপোন মৌখেৰে  
 জিনিব খুজিছেঁ। তোমাৰ মন ;  
 কুদ্ৰ স্বার্থৰ মৰ্মৰ বেদীত  
 থাপিছেঁ। তোমাৰ সিংহাসন ।  
 সত্যৰ সাঁচত মিছাক গঢ়িছেঁ।,  
 জ্ঞানৰ জৌলসে জগত জিনিছেঁ।,  
 হিয়াৰ ধৰম স্বার্থেৰে জুখি  
 ভাঙিছেঁ। গঢ়িছেঁ। আপোন জন ;  
 প্ৰেমৰ আবেগ সবগী জেউতি  
 বৰ্ধবতাৰ বগা ঢাকন !

জ্ঞান বিজ্ঞানৰ গায় জয়গান  
 পাণ্ডিত্যত অভিমানী ;  
 ভাঙিছে পুৰণি গঢ়িছে নতুন  
 নব্য বহণ সানি ।  
 কপটি গুৰুৱে দিয়ে ব্ৰহ্ম-জ্ঞান,  
 ধৰ্ম্মাধিকাৰে ধনৰ বিধান,  
 নুবুজে কোনোৱে প্ৰেমৰ বিধান  
 হিয়াতে নিজৰা সবগী বাণী ;  
 সেয়ে তুমি প্ৰিয়া অনাথিনী বেশে  
 ভ্ৰমিছা জগত অভিমানিনী !

ঐহিক সূখত সভ্যতাৰ বেদী,  
 বিজাতি শোষণ শাসন নীতি ;  
 স্বদেশ সেৱাৰ বিৰাট যজ্ঞত  
 দিছে বলিদান মানৱ গ্ৰীতি ।  
 সাম্য মুকুতি মৈত্ৰীৰ বাণী  
 গঢ়িছে ধনিক বনিকৰ শ্ৰেণী  
 যন্ত্ৰ-যুগৰ ঘৰ্-ঘৰণিত  
 সাহিত্যয়ো ধৰে ধনীৰে বীতি ;  
 কৃষ্টি-হাৰা এই ধৰণীত প্ৰিয়া  
 নাগাওঁ নাগাওঁ প্ৰেমৰ গীতি !

ধনী প্ৰতাপীৰ তাণ্ডৱ লীলা—  
 নিৰ্ঘাতিতৰ ভয় ;  
 হাঁহিছে এজনে কান্দিছে শতকে—  
 জগত দৰিদ্ৰালয় ।  
 গণ-মানৱৰ শোষণ যজ্ঞত  
 জ্বলি পুৰি মৰে হিংস্ৰক জগত,  
 সভ্যতাৰ যুগ ?—হাঁহি উঠা কথা,  
 দানৱ সভ্যতা পৃথিবী ময়,  
 সবলা স্তনীলা প্ৰেম-ভিখাৰিনী  
 (তুমি) লাজতে দুখতে পৰিছা জঁয় !



এই ভাৰতৰে প্ৰতি ধূলি কণে  
 তোমাৰে কীৰ্ত্তিৰ বুৰঞ্জী কয় ;  
 এই ভাৰতৰে কৰি মনীষীয়ে  
 সত্য স্তম্ভৰৰ আবতি গায় ।  
 মঠ মন্দিৰত তাজ মচ্ছিদত  
 আজিও বিৰাজে সভ্য ভাৰত,  
 এই ভাৰতৰে মঙ্গল যজ্ঞত  
 শত অৱতাবে জনম লয় ;  
 ধৰাত নহয়, ভাৰততে প্ৰিয়া  
 প্ৰাণ মোৰ হব পূৰ্ণতাময় ।

এই ভাৰতৰে পৰ্ব্বতে কন্দৰে  
 আদিম কলাই পাতনি মেলে ;  
 এই ভাৰতৰে কৰিব প্ৰাণত  
 আদিম ছন্দই জনম ললে ।  
 অৰণ্য মাজত উঠে সাম-গান,  
 বৃন্দাবনত সুবলীৰ তান,  
 সাধনা বচনা কৰম বীৰত্বে  
 অতীত ভাৰত আজিও জ্বলে ;  
 পৰাধীনতাৰ পাপতে আজি যে  
 সকলো সাধনা যায় অথলে !

এই অসমতে শুনাইছা মোক  
 আদি যৌৱনৰ আদিম গান ;  
 এই অসমতে পাতিছা আমাৰ  
 প্ৰণয়াভিষেক হৃদয় দান ।  
 এই অসমৰে বুৰঞ্জী শাস্ত্ৰই  
 সতীৰ গৰিমা গাইছে সদায়,  
 পুণ্য পীঠে ভবা এই ভূমি প্ৰিয়া  
 তোমাৰে কীৰ্ত্তিৰ যোগ্য স্থান ;  
 আঁতৰাই যত পাপ দুৰদশা  
 কৰাঁহি ই দেশ জ্যোতিৰ্ম্মান ।

শুনা, সোৱা শুনা ছানি ত্ৰিভুবন  
 বগৰ ছন্দুভি উঠিছে বাজি ;  
 সাম্ৰাজ্যবাদীয়ে পাতে নব-মেধ  
 দুৰ্দাস্ত বগৰ দেৱতা সাজি ।  
 স্বজাতিৰ স্বার্থ পূৰণৰ হকে  
 শৃঙ্খল বন্ধন দিয়ে জগতকে,  
 স্বদেশ মাতৃক পূজিছে অন্ধই  
 নব-বক্তেৰে ধবণী বাজি ;  
 জাতিয়ে জাতিয়ে শত্ৰুতাৰ জুইত  
 দেই-পুৰি মৰে জগত আজি !



কি যে নিষ্ঠুর মানুষের প্রাণ,  
কি যে বর্বর এই প্রাণ দান,  
এয়েনে প্রেমের পূজাবী মানুষ,

ইহঁতক কোনে মানুষ বোলে ?

ধ্বংস হত্যার বিবাত শ্মশান,  
গণ-মানবের মহা থান-বান,  
জলে স্থলে শূন্যে নাই পবিত্রাণ,

বিশ্ব জুৰি সোঁরা প্রলয় তোলে !

বৃথা নেকি মোর প্রেমের সাধনা,

বৃথা ই জীবন বৃথা প্রতীক্ষা !

যুগে যুগে মোর যৌৱন কাহিনী

ককণ ছন্দত থাকিব লিখা ?

কোন বাহুরেনো গ্রাসিছে ধবণী,

কোন চয়তানে জ্বলিছে অগনি,

কি পাপত মই জ্বালোঁ কেতিয়া

কোন মহর্ষির ক্রোধাগ্নি শিখা ;

কিন্মা পাতিছেনে নিয়তিয়ে মোর

প্রেমিক প্রাণের অগ্নি পরীক্ষা ?

তুলি লওঁ তেন্তে স্তম্ভ গাণ্ডীর

বিশ্ব বিজয় কৰা ;

বিনাশিম আজি দানবের দল

উদ্ধাৰিম বশুন্ধৰা ।

মানব বক্ষাত ধৰোঁ অগ্নি-বাণ,

দিগ্বিজয়ত ধৰোঁ ফুল-বাণ,

শক্তি-কপিণি, দিয়োঁ শক্তি মোক

অস্তুর বাহিব জোৰা ;

সহস্র বিপদ বিধিনি মাজত

তুমি মোর ধ্বংস তৰা ।

তোমাবে প্রেমের অগনি জ্বলাই

দানব কুলের পাঠোঁ শ্মশান ;

কৰোঁ ছাৰখার পুৰণি জগত,

এৰি দিওঁ মোর পুৰণি গান ।

বীণের তাঁবেবে গাণ্ডীর আঁটি

ঘোব অদৃষ্ট পেলাওঁ কাটি,

নতুন সৃষ্টি পাঠোঁ ধবণীত

নতুন মানব নতুন প্রাণ ;

তাৰে মাজতেহে বাজিব আমার

মুকুতি শান্তির ঐক্যতান ।



নহয়, নহয় দিলেঁ। বিসৰ্জন  
 অগ্নি-বাণ মোৰ প্ৰলয়কাৰী ;  
 প্ৰেমাভিষিক্ত আতমাটি মোৰ  
 অনন্ত অতুল গুণাধিকাৰী।  
 জাগিছে প্ৰাণত অজেয় শক্তি,  
 অবাধিত মোৰ মনৰ প্ৰগতি,  
 এই ভূ-ভাৰত মোৰে বৃন্দাবন—  
 ময়েই মোহন সুবলীধাৰী ;  
 জগতৰ পাপ কৰিম মোচন  
 সত্য অহিংসৰ বাণী প্ৰচাৰি।

জগাওঁ দেশৰ ভাই ভনীটীক  
 দাসত্বৰ শোৱা পাটীৰ পৰা ;  
 অহিংস বিপ্লৱে কঁপাই তোলক  
 পৰ্বত ভৈয়াম নদী নিজৰা।  
 নিৰীহ স্বাধীন বাইজৰ প্ৰাণ  
 মুক্তিৰ যজ্ঞত দিওঁ বলিদান,  
 মিলিত কণ্ঠে জয় ধ্বনি তুলি  
 কপাওঁ ভাৰত বহুন্ধৰা ;  
 গণ-স্বৰাজৰ পতাকা তলত  
 বোৱাওঁ প্ৰেমৰ অমিয়া ধাৰা।

হঠাতে নিশাত মানসী প্ৰতিমা  
 দিলা সপোনতে দেখা—  
 পতিত পাৱনী দেৱী জাহ্নৱী  
 অপূৰ্ব ত্ৰিৰঙ্গ বেশা ;  
 কলা কাণে কাণে—“পূৰ আকাশত  
 সবগী উষাৰ পৰিছে বেথা ;  
 নতুন উছাহে লোৱা বীণ খনি,  
 মিলন আছে যে ভাগ্যত লিখা।”

সেয়েহে আজিও উঠিছে গুমৰি  
 প্ৰেমী প্ৰেমিকাৰ হিয়াৰ তান ;  
 সেয়েহে আজিও গায় জন-গণে  
 সাম্য মুকুতিৰ নতুন গান।  
 যঁতৰৰ ধ্বনি বিপ্লৱৰ বাণী,  
 গণ-মুকুতিৰ বিৰাট পাতনি,  
 যুগৰ জনমে ভাঙ্গিছে গঢ়িছে  
 ধন-তান্ত্ৰিকৰ বিধি-বিধান ;  
 ধূৰ্লি-কুঁৱলীৰ মাজতেই দেখোঁ  
 মানৱ আত্মাৰ মহা উত্থান।



সেয়েহে আজিও ক্রৌঞ্চ-কবিয়ে  
 নৱ নৱ ছন্দে বচিছে গান ;  
 শত কলাকাৰে নৱ ভাব ঢালি  
 আঁকে পূৰ্ণতাৰ ছবি মহান্ ।  
 জাগতিক তত্ত্ব কৰি আবিষ্কাৰ  
 সহস্ৰ ঋষিয়ে কৰিছে প্ৰচাৰ,  
 সহস্ৰ প্ৰেমিকে খুজিছে গঢ়িব  
 পূৰ্ণ মানৱৰ পুণ্যস্থান ;  
 এখনি মঞ্চতে খুজিছে পাতিব  
 মহামানৱৰ মহানুষ্ঠান ।

বিশাল বিশ্বত বহিছে তটিনী  
 প্ৰগতিৰ গতি ধৰি ;  
 সৱাকো সামৰি যায় আগ বাঢ়ি  
 সাগৰ সৃষ্টি কৰি ।  
 তোমাৰে বুকুত হে মোৰ প্ৰেয়সি,  
 শত ধাৰা তাৰ বয় দিবা-নিশি,  
 দেখিও নেদেখোঁ অন্ধ প্ৰেমিকে,  
 শুনিও শুবটি যাওঁ পাহৰি ;  
 নতুন উছাহে ধৰি মহাত্মত  
 নতুন বাগিণী জগাওঁ বীণত,

তোমাকে ধিয়াই হেৰা কল্যাণি,  
 দিওঁ উটুৱাই জীৱন ভৰী ;  
 যাওঁ দৃঢ় চিতে পূৰ্ণতাৰ পথে  
 ব্যাঘাত সজ্জাত বিচূৰ্ণ কৰি,  
 চুমি তোমাৰেই প্ৰেম-লহৰী ।





## পঞ্চম ভৰত

[ অতি আধুনিক বা পুনৰ্গঠনৰ যুগ ]

কি নতুন বাগিণীৰে তুমি তোমাক প্ৰিয়া !

কণ্ঠহাৰা আজি মই,

মন্দগতি আতঙ্কে অধীৰ,

ভগ্ন-প্ৰায় বীণ মোৰ—বিশৃঙ্খল সুর।

শুনিছানে বক্তৃতা-শ্ৰাবী কালৰ কলৌল ?

কামান বিমানে আজি

ঘোষে নেকি

বুৰঞ্জীৰ যৱনিকা পাত ?

কিস্বা নৱ বিধানৰ তাণ্ডৱ নৰ্ত্তন ?

দৃষ্টি মোৰ ধোঁৱা জালে ঢকা।

শুনা সোৱা চউদিশে

খেলি-মেলি উখল-মাখল,

প্ৰকম্পিত ধবাতল গগন মণ্ডল ;

প্ৰতাপীৰ বণ-নাদ,

বুভুক্ষুৰ আৰ্ত্তনাদ,

মুমূৰ্ষুৰ কাতৰ ক্ৰন্দন,

জনতাৰ থান-বান্, ভগনীয়াৰ হা-হুমুনিয়াহ,

আতঙ্কিত আমোলা তন্ত্ৰৰ

অৰ্থহীন গণ নিষ্পেষণ,

সত্যাগ্ৰহী বিপ্লৱীৰ বুকুৰ শোণিত সিক্ত

ঘোৰ নিৰ্যাতন ;

আত্মৰীয়া সভ্যতাৰ পুঞ্জীভূত পাপৰ বেদীত

হিংসাৰ নৰ-মেধ—হোতা বিজ্ঞান।

কি নতুন বাগিণী নো আজি

শুনাম তোমাক হে মানিনি !

আজি যুগ সন্ধিক্ষণ।

আজি জগতৰ এই উত্থান-পতনে

টানে মোৰো প্ৰাণ

নৱ সংগ্ৰামৰ পিনে।

ইচ্ছা হয় যেন

ঘনে ঘনে বাৰিষাৰ উন্মত্ত প্লাৱন তুলি

লগাওঁ হেন্দোল-দোপ—

পৃথিবীৰ ওলট-পালট ;

উখৰা বুকুত উঠে বলিয়া মনৰ বালি-ঝড়।

লগে লগে

ছৰ্যোগ ধুমুহা ঝঙ্কাৰাতে—



মছি নিয়ে যেন,  
অন্তবব মধুময় ইতিহাস মোৰ ।  
স্বপ্নময় অতীতব  
সহস্র সজ্জাত জিনা অনন্ত আশাব গীতি,  
হাঁহি চকুলোবে বঁজা  
মৃত্যুহীন প্রীতি  
বাস্তবব বৌদ্ধ তাপে জঁয় পৰি যায় ;

বিশ্বাসব স্তূদূত বেদীত  
থাপিছিলেঁ। প্রতিমা তোমাব  
জীৱনব ধ্বংস তৰা কপে—  
প্রণয় আমাব প্রিয়া মিছা যে নহয়—  
বাবে বাবে বস্তী জ্বালেঁ।  
স্বরূপব প্রকাশ বিচাৰি,  
বাবে বাবে ব্যর্থতাৰ ঘোৰ অন্ধকাৰ !

কত দিন  
অকলে আপোন মনে বহি নিৰলাত  
গালেঁ। মই নিজানব গান ;  
কত দিন সকাতে তন্ময় ভাবতে  
গিৰি মল্লিকাক প্রেম-মকবন্দ মাগি,  
কিন্ধা সেই দীপ-লিপ্-ছোৱালীটীৰ  
ছাঁয়া-চিত্র চাই

আপোনাৰ মনে বহা বিচিত্র ফুলবে  
গাথিলেঁ। অক্ষয় মালা—  
প্রীতি উপহাৰ,  
যুগব ধুমুহা লাগি সকলোটি হয় ছাবখাৰ !  
মিলন প্রয়াস মোৰ  
মৰীচিকা ময় !

তথাপিতো  
শত শত হতাশাব ইতিহাস জিনা  
প্রাণ মোৰ আজিও অপবাজিত,  
চিৰ অব্যাহত মোৰ  
প্রণয়ব মহা অভিযান ;  
বিবহ ব্যথাতে জাগে বীৰত্বব গাঁথা  
মৃত্যুহীন কাব্য জগতত ।  
অতীতব সহস্র প্রশ্নই  
কৌতুহল বিষ্ময় সংশয়ে  
ডাৱবব গভীৰতা ফালি  
দেখা পায় যেন  
স্তূদূৰব বিনি-বিনি চন্দ্রমাৰ আলো—  
ধীৰ স্থিৰ বিমল বিকাশ ;  
অনন্ত একাবতো জ্বলে যেন  
এটি দীপ-শিখা—মুখনি তোমাব ;



মৃত্যুৰ আকাশে যেন  
প্ৰসৰিছে ভৱিষ্যৰ জেউতি কোঁৱৰ !

কি নো অভিমান তেন্তে—  
কি নো অপবাধ মোৰ ?  
জীৱন যৌৱন গঢ়া মধুৰ তৃষাৰ  
নাই জানো কোনো সাৰ্থকতা ?  
হেৰালোঁ নো পোন পথ হাদিবা চকীত  
কিন্মা সট কমতাৰ ধ্বংসৰ স্তূপত ?  
ভাল পোৱা মোৰ  
'গোল্ডেন ফ্লিচ' বিজয়ৰ মহা অভিযান  
কীৰ্ত্তিময় কালৰ বুকুত ;  
তুমিতো নোহোৱা প্ৰিয়া  
দণ্ডকাৰণ্যৰ সেই সোণৰ হৰিণা !  
কোৱাঁ তেন্তে কোৱাঁ,  
বহুস্তৰ দুৱাৰ-ডলিত  
এখন্তেক থিয় দি কোৱাঁহি—  
কোন পুণ্য গতিধৰি স্বাধীনা বালাৰ দৰে  
ছনিয়াৰ হিত সাধি কৰিছা বিহাৰ ;  
নাইবা সমৰ কালীন  
শিথিলতা কুহকৰ ছলনাত পৰি  
শৃঙ্খলিতা লাঞ্ছিতা দাসী ৰূপে আজি

স্বৈচ্ছাচাৰী শাসকৰ  
কিন্মা ধনী প্ৰতাপীৰ  
প্ৰমোদৰ ধৰিছা যোগান,  
মোৰ পৰা আঁতৰত—  
বহু আঁতৰত !

তাৰো বাবে নাভাৱোঁ ভাবনা ।  
ধ্বংসময় যাত্ৰাৰ পথতে যদি  
তোমাৰ বুকুটি ছোৱা মলয়াৰ ছাটি লাগি  
আধা মৰা বিলৰ বোকাত  
সহস্ৰ পছম আৰু পানী মেটেকাৰ ফুল  
ফুলি উঠি দশোদিশ কৰে জাতিষ্কাৰ,  
সেয়ে মহা সত্য মোৰ ;  
তাৰে ইঙ্গিততে  
অনন্ত শক্তি ধৰি, সচেতন উদ্ধাম গতিৰে,  
ধৰণীৰ ঘন অন্ধকাৰ ফালি-ছিৰি,  
মৃত্যুক সাৰথি কৰি,  
প্ৰতাপীৰ অগ্নি-গড় জিনি,  
ধ্বংস কৰি শত শত লৌহ কাৰাগাৰ,  
তোমাৰ পৱিত্ৰ প্ৰাণ কৰিম উদ্ধাৰ ।  
আৰু তাৰে সতে  
সীতা উদ্ধাৰৰ এই মহা সংগ্ৰামতে



ধ্বংস হব দানবীয় যন্ত্ৰ-সভ্যতা ।

ধ্বংসৰ বেদীতে হব

সৃষ্টিৰ পাতনি—নতুন সত্যৰ অধিবাস ।

তাৰো যদি ব্যৰ্থ হওঁ,

এৰি যাম ধৰাৰ ধূলিত

এটুপি চকুলো মাথোঁ

আৰু এটি গীত

‘প্ৰলয়ৰ দিনলৈকে

প্ৰণয়ৰ সাক্ষী দিবলই ।

অলীক ভাবনা মোৰ ।

নিবাশাৰ স্বপ্নময় কৰুণ বাগিনী তুলি

কিদৰে আঁকিম মই

আপোন প্ৰাণত

কদাকাৰ পাপ পৰিবেশৰ মাজত

পুণ্যময় পূৰ্ণ আতমাৰ ছবি এটি

তোমা হেন প্ৰেমিকাৰ যোগ্য উপহাৰ ?

বচিব লাগিব আজি

কবমৰ কঠুৰা কলাৰে

ধৰণীত মহা পুণ্যধাম ;

বিশ্ব-মঙ্গলৰ মহা যজ্ঞৰ বেদীত

সত্যৰ হোমাগ্নি জ্বালি,

জীৱনৰ পূৰ্ণাহুতি ঢালি

গঢ়িব লাগিব আজি তাতে

হিন্দু মুছলিম শিখ খৃষ্টান বৌদ্ধৰ

সত্য শিৱ স্তম্ভৰ সাধনাৰ থলী—

তুমি মই সকলোৰে মিলন মন্দিৰ ।

দেখিছেঁ! দেখিছেঁ! আজি

সোৱা গণ-মানৱৰ জীৱন লীলাত

পুণ্যৰ জীৱন্ত তীৰ্থ

আৰু

অফুৰন্ত ছন্দৰ নিৰ্ধাৰ যেন

মূৰ্তি তোমাৰ ।

কি যে মহা অন্ধ অতীত !

নালাগে নালাগে মোক

সমাজ বিৰাগী সেই পুৰণি দীক্ষাৰ

নিজানৰ স্বার্থপৰ ঋষি তাপসৰ

প্ৰাণহীন সাধনাৰ ধন,

গণ-সমাজৰ য'ত নাই অধিকাৰ ।

নিৰ্ঘাতিতা ধৰণীৰ ঘন আৰ্ত্তনাদে

সোঁৱৰায় বাৰে বাৰে মোক

তোমাবেই যুগমীয়া বাণী—

‘বিশ্বৰ কল্যাণ মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত’ ।



ধবণীৰ ককণ আহ্বানে  
 টানে মোক গণ-মানৱৰ সেৱালই—  
 বিশ্ব-বাসীৰ পূজালই ;  
 সেই আহ্বান  
 আন কোন সাধনাৰে কৰে। প্রত্যাখ্যান ?  
 চিৰকাল সহস্র সূতাৰে  
 বিশ্ব-বাসীৰে সতে  
 গঁথা আছে ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণ মোৰ,  
 বিশ্ব-সমাজৰ প্ৰাণ তোমাবো আশন।  
 চোৱাঁ সোৱা বিশ্ব-ৰূপ আজিৰ যুগৰ।  
 ছৰাচাৰ মানৱৰ দুৰ্জয় বাণত  
 জৰ্জৰিত জন-গণে  
 তোলে সোৱা ধবাময় মহা আৰ্ত্তনাদ ;  
 লক্ষ লক্ষ সৰ্বহাৰা ধনী নিৰ্ঘ্যাতিত,  
 চিৰ নিষ্পেষিত,  
 ডেকা বুঢ়া শিশু জনগণে  
 মহামাৰী দুৰ্ভিক্ষত দিছে বলিদান  
 সৃষ্টিৰ চৰম দান—মানৱ জীৱন ;  
 গাওঁ ভূঁই থান-বান্—শ্মশান শ্মশান !  
 গৃহহীনা বস্ত্ৰহীনা  
 বুভুক্ষিতা জননী কোলাত

ভোক পিয়াহত  
 শিশুৰ কঙ্কালে কান্দে—  
 জীৱন ভিখাৰী,  
 জননীয়ে যাচে মাথে।  
 শেতা পৰা গাল ধোৱা চকুলো দুধাৰি।  
 আক সোৱা চৰহত  
 নৰ্দমাৰ পাৰে পাৰে  
 পেলনীয়া মিলিটেৰী কটীৰ টুকুৰা লই  
 বুভুক্ষিত সৰ্ববুদ্ৰ  
 নৰ-নাৰী পিশাচৰ  
 কঢ়া-কঢ়ি মৰা-মৰি বিকট চিংকাৰ !  
 আক চোৱাঁ আন পিনে  
 বাস্তা কঁপাই ফুৰে  
 চাহাৰী পোচাক পিন্ধি  
 চকু মুদি চিগাৰেট ছপি  
 ভোগে মছ্‌গল্ কত ধন লুটিয়াৰ।  
 নিয়তিৰ কিনো পৰিহাস !  
 এয়ে নেকি সভ্যতাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধান  
 জ্ঞান-গবৰ্ণী কুৰি শতিকাৰ ?  
 ক'ত আজি শক্তিমান শাসন তন্ত্ৰৰ  
 অত্যাচাৰী কৰ্মচাৰী দল ?  
 কোনে কাৰ কথা ভাবে,



কোনে কাক চায়  
লুট ভেটী চুৰিব দিনত—

মহা সমবব কাল !

ছন্দ নাই ভাষা নাই দবদী করিব,  
কায় নাই কথা নাই প্রেমী প্রেমিকার ;  
আশাব কোমল কলি  
ভরিয়া ছবি  
জঁয় পৰি লাজতে লুকায় ।

নাই নেকি কোনো প্রতিকার ?  
বিদ্রোহৰ দাবাণল জ্বলি দশোদিশে  
বিপ্লবী প্রেমিক সাজি আজি  
ধবিলেঁ নতুন ব্রত—  
মই বাম-পন্থী—  
কবম সেৱাব আজি অগ্নি পৰীক্ষাবে  
সাধি লম ধৰণীত  
গণ-মানৱৰ অভ্যুত্থান ;  
থাপিম জগত জুৰি  
নিষ্পেষিত অস্পৃশ্যৰ ত্যাগ অধিকাৰ—  
জীৱনত সমাজত  
সত্যৰ বিধান ।

শুনা প্রিয়া প্রেমিকৰ কঠোৰ বাগিনী—  
কৰ্ম্ম মোৰ—  
অন্যায় অসত্যে সতে চিৰ সংগ্রাম ;  
পন্থা মোৰ—  
ত্যাগ সেৱা সত্যাগ্ৰহ গণ-বিপ্লৱ ;  
পুণ্য মোৰ—  
প্রেম সত্য অহিংসা গণ-মানৱতা ;  
পূৰ্ণতা মোৰ—  
আত্মশুদ্ধি প্রেম-তৃপ্তি বিশ্বৰ কল্যাণ ।

আক তুমি ?  
তুমি মোৰ কবম যজ্ঞৰ  
প্রিয় বান্ধৱী,  
অনন্ত প্রেৰণা দাত্ৰী  
অভিমানিনী—  
মোৰ উদগতিৰ হকে  
সত্যাগ্ৰহিণী বহুকাল ।

বিসৰ্জন দিলেঁ আজি অকাতৰ চিতে  
যিবা আছে স্বার্থ মোৰ  
পুৰণি ভূষণ ;  
গণ-মানৱৰ দুখ আপোনাৰ কৰি,  
প্রেমিক সেৱক সাজি, স্বদেশে বিদেশে,



সংসাৰতে অসংসাৰী, ক্ষুদ্ৰ গণ্ডী কাটি,  
 ধৰোঁ আজি কৰ্ত্তব্যৰ ব্ৰত—  
 ইতিহাস সৃষ্টি কৰি  
 গঢ়ি লওঁ ধৰণীত  
 নতুন সমাজ বাষ্ট্ৰ নতুন মানৱ ;  
 কোটি কোটি মানৱৰ  
 অন্তৰত বৈদ্যুতিক সঞ্জীৱনী ঢালি,  
 নতুন সৃষ্টিৰ তেজে  
 প্ৰতি অণু পৰমাণু উদ্দীপিত কৰি  
 থাপি লওঁ তাতে মহা স্ৰষ্টাৰ আসন,—  
 গণ-মানৱেই হ'ক  
 সৃষ্টিৰ অধীশ্বৰ ।  
 সেই নৱ জগতৰ  
 পুণ্য ধূলি অঙ্গে ধৰি  
 দিম প্ৰতিদান প্ৰিয়া  
 পুণ্যময় পূৰ্ণ আত্মা মোৰ  
 মিলনৰ শুভ লগনত ।

আহাঁ মোৰ কল্যাণী

মানৱ সেৱিকা প্ৰিয়া,  
 আজি ছয়ো হাতে হাতে ধৰি  
 প্ৰেমানন্দে ভৰি

লওঁ কৰ্ত্তব্যৰ মহা ভাৰ ;  
 বাৰিষাৰ পূৰ্ণ যৌৱনৰ  
 উত্তাল তৰঙ্গ তুলি  
 স্তূপীকৃত পাপ বাশি কৰোঁ মষিমূৰ ;  
 তুমিয়ে নিশ্চয় এই  
 কৰম যজ্ঞত হবা  
 নেতাই ধুবুনী ।  
 পৰ্বত ভৈয়াম বাসী  
 ধনী দুখী সমাজৰ কালিমা পথালি,  
 স্তূপ্ত শুভ্ৰ জ্যোতিঃ বাশি বিকাশিত কৰি  
 গাওঁ আহাঁ সমস্বৰে  
 পুৰুষত্ব নাৰীত্বৰ উন্মেষৰ গীত ;  
 শুনাওঁ শুনাওঁ আহাঁ  
 আতঙ্কিত মানৱৰ দুৱাৰে দুৱাৰে  
 ৰাজ-অট্টালিকা কিন্মা দীন কুটীৰত—  
 ( হিংসাৰ তাপত আজি সকলো অধীৰ )  
 সাম্য মৈত্ৰী অহিংসাৰ বাণী ;  
 বাক্যে গীতে কৰমেৰে  
 আশাৰ প্ৰদীপ জ্বালি  
 ক্ষুধাতুৰ তৃষাতুৰ নব-নাৰী অন্তৰত  
 ঢালোঁ শান্তি-বাৰি ।  
 আৰু তাৰে সতে



সত্যৰ ডাখৰ ধৰি গ্ৰায়ৰ বেদীত  
সমাজৰ ভণ্ডনীতি অজ্ঞানৰ বাজনীতি  
কৰো মৰিমূৰ ।

অন্তায় অসত্য আৰু হিংসাৰ বুকুত  
কালেই মাৰিছে সোৱা আগৰিক বাণ—  
আত্মবিক শক্তিবেই আত্মবিক শক্তিৰ বিনাশ ।

খহি পৰে আজি সোৱা

শুদূৰৰ

মুক্ত গণ-মানৱৰ

বজ্ৰ নিক্ষেপত

গণ-শোষণৰ ধনে সযতনে সজা

বুৰ্জোৱা সমাজৰ ওখ বালি-গৰা ;

প্ৰতিকূল ধুমুহাৰ কঠোৰ কোবত

খহি জহি যায় সোৱা

বুৰ্জোৱা প্ৰতাপীৰ

নৱ ছন্দে-বন্ধে গঢ়া

লৌহ কাৰাগাৰ ।

শুনা সোৱা চউদিশে

ছিঙি পৰে বান্ বান্ বৰে

সাম্ৰাজ্যবাদীয়ে দিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল ;

মুক্তি অভিযাত্ৰী জন-গণে

নৱ লব্ধ শক্তিৰে  
তোলে সোৱা প্ৰলয় লঙ্কাৰ ;  
কোটি কোটি কঠে উঠে  
অত্যাচাৰী শোষণকৰ কাঠ বুকু চূৰ্ণ কৰি  
শোষিতৰ জয় গান—  
মুক্তিৰ মহা অভিষেক ।

তথাপি দেখিছোঁ কিয়

মুক্তি প্ৰসৱিনী ভাৰতীৰ

নীল আকাশৰ

আতঙ্কিত বিশাল বুকুত

উৰি ফুৰে যেন

এচপৰা ক'লা মেঘ—কালিমাৰ ফোঁট,

বিক্ষুব্ধ বায়ু বোকোচাত

মাৰ্কিন বিমান যেন ?

আছে যেন বুকুতে লুকাই

অন্ধ চন্দ্ৰাকাৰ ছুৰিকাৰ

বক্তৃ-লোভী সংগ্ৰাম বাসনা—

বাৰিষাৰ শেষ ঝড় !

তাৰো বাবে ভয় নাই মোৰ ।

মোৰ এই বিশাল বুকুতে

লব্ধ ঝড় উঠি নাচি পুহু মাৰ গ'ল



ক্ষণেকৰ হেন্দোলনি তুলি ;

লক্ষ মলয়াৰ ছাটিয়েও

সাদৰে বুলাই গ'ল হাত ;

বাড় মলয়াৰ ছাটি

সৱাকো সামৰি লই

চলে মোৰ দুৰ্বাৰ প্ৰেম-অভিযান

সত্যৰ পথত ;

নিশাৰ পিচতে আহে নবীন অকণোদয়—

জীৱনৰ নতুন পাতনি ।

চোৱাঁ আজি শোষকৰ কেনে পৰিণাম !

শোষিতৰ সত্যাগ্ৰহ বিদ্ৰোহ বিবোধে

জৰ্জৰিত অৱসন্ন দেহে

অনুতপ্ত মনে

উদগাবিছে অপহৃত সৱাবে স্বৰাজ—

ভাৰতৰ মহা এছিয়াৰ ।

দানৱৰো অন্তৰত আছে যে মানৱ

প্ৰেম-জেউতিৰ শিখা স্বৰ্গীয় বৈভৱ,

পাপীৰ প্ৰাণতো জাগে পুণ্যৰ বিধান

অন্তৰৰ মহা কপান্তৰ ।

সেয়ে আজি উদাৰ অন্তৰে

অসীম ক্ষমাবে

দুঃখময় অতীত পাহৰি

দিগন্ত পোহৰ কৰা সত্যৰ প্ৰদীপ জ্বালোঁ

হিংসা ঘেৰ অত্যাৱৰ ছায়া আঁতৰাই ;

সত্যই গঢ়িব আজি সুন্দৰ জগত ।

হিংসা অসত্যৰ যত ক'লা দাগ লগা

সভ্যতাৰ শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য আদৰ্শ গৰিমা,

সমাজ ৰাষ্ট্ৰৰ যত বিবোধ সজ্জাত

সমৰৰ ঢেৰেকনি

অগ্নি আণবিক আৰু হাইড্ৰোজেন বাণ,

নিৰাশ মানৱতাৰ ভূমুনিয়াহৰ তাপে

মৰহি মলিন হয় এটি এটি কই ।

অহিংসাৰ বাৰ্ত্তাবাহী মৃদুল সমীৰে পুহ

বিলাইছে জগতত শান্তিৰ অমিয়া,

মানৱৰ মহত্বৰ বিমল গৰিমা ।

নৱ মন্ত্ৰে দীক্ষিত প্ৰেমিকৰ পুৰণি বীণত

মিলনৰ মহাত্বৰ উঠিছে গুমৰি,

প্ৰেমৰ তৰঙ্গ তুলি স্বদেশে বিদেশে ;

দেশে দেশে মানৱৰ মহা জাগৰণ,

কৰমৰ নতুন উল্লাস,

বিজ্ঞানৰ বিমল বিকাশ ;

শ্ৰায় বেদীত পাতে



সমাজৰ বাষ্ট্ৰৰ সৰল বচনা—

শান্তিময় যুগৰ সূচনা ।

শীতল বতাহে

বিলাইছে পৰ্বতে ভৈয়ামে

শবতৰ আগমনী গীত,

শান্তিময় কবি মোৰো মধু অভিযান ।

সহস্ৰ অতীত স্মৃতি

অন্তহীন পথ মোৰ মধুময় কবি

আছে আৰু মাৰ যায়

এটি এটি কই ।

মধুৰিমা খিনিয়ে মাথোন গন্ধ পুষ্প ৰূপে

অঞ্জলি ভবায় মোৰ

সামূহিক প্ৰেমৰ পূজাত ;

সমূহৰে সতে ময়ো যাওঁ আগুৱাই ।

আনন্দৰ পূৰ্ণ অৰ্ঘ্য ঢালি ধবণীত

ভাবিছোঁ মনতে মই

লভিম ইবাৰ

তোমাৰ জীৱন্ত তপ্ত বাতুল ওঠ নিজৰা

স্নেহময় হৃদয়ৰ কোমল চুমাটি ;

পিন্ধাবা ডিঙিত মোৰ

ফুল কৱিতাব

অতুল গোবৰময় মালা,—

পূৰ্ণ কৰি দিবা মোৰ অপূৰ্ণ পৰাণ ।

তুমি যোৱা প্ৰভাতৰ

মই যাওঁ বিয়লিৰ

একেখনি জগতৰ একেটি বেলিৰ

কৰ্মময় ভাবময় দুটি ৰূপ চাই চাই

সোঁৱে বাঁৱে মাজে মাজে

জীৱনৰ গতি পথ আঁকি ;

সমুখতে সূদূৰত দেখা পাওঁ যেন,

বিগি বিগি পুণ্যশীলা তোমাৰে জেউতি ।

প্ৰতিমা বিচাৰি

অমিছোঁ জগত মই

এন্ধাৰত

পোহৰত

দোকমোকালিত ,

ভৱিষ্যৰ বিশাল বুকুত ;

ঘনে আগুৱাওঁ

ঘনে পিচপৰি যেন পিচলি চাওঁ ।

মহা বহুস্তৰ থলী বিশ্বৰ মাজত

সাধনাৰ সিদ্ধি মোৰ

লিখা আছে পৰ্বতৰ গাত ।



## ষষ্ঠি তবঙ্গ

[ ভৱিষ্যৎ বা পূৰ্ণতাৰ যুগ ]

যুগে যুগে জীৱনৰ মহান উন্মেষ ।  
 সৃষ্টি কৰি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিবেশ—  
 সভ্যতাৰ স্তব্ব কপাস্তব্ব,  
 ভাঙ্গি শত সজ্জাতৰ গড়,  
 স্তবিশাল বুকুতে সামৰি  
 শত সোঁত স্তুতি কুব পৰ্ব্বত চাপৰি,  
 জীৱনৰ নদী বয়  
 তীৰ্থাক তবঙ্গময়  
 প্ৰগতি পথত,  
 পুৰণিৰ বুকু ফাটি জাগি উঠে নতুনৰ পট ।

গতিশীল জগতত  
 স্থিতিহীন নিৰপেক্ষ কালৰ সোঁতত  
 ক্ষণেক উথলি উঠি আক পৰে জঁয়—  
 পদে পদে জীৱনৰ নৱ পৰিচয়—  
 কীৰ্ত্তি কল্পনাৰ কত তবঙ্গ লহৰী ;

মধুবিমা খিনিয়ে মাথোন  
 মৃত্যু জয় কৰি  
 নৱ প্ৰভাতত গঢ়ে নৱ বৰ্ত্তমান,  
 ভৱিষ্যৰ বেদী কৰে  
 গন্ধে পুষ্পে ধূপে দীপে স্তম্ভক্ৰিমান ।

প্ৰেমৰ পূজাৰী মই পুণ্যৰ ভিখাৰী  
 শত শত ব্যৱধান গচকি মোহাৰি  
 যাওঁ মই যাওঁ আগুৱাই  
 দক্ষিণৰ বেলিটি ধিয়াই  
 ধীৰে ধীৰে  
 শব্দৰ প্ৰশান্ত গতিৰে  
 নৱাগত জগতৰ বিশাল ভূমিত;  
 নৱকপে বসে মোৰ পুলকিত চিত ।  
 মুক্ত ধৰাতলে  
 মুক্ত গগন মণ্ডলে  
 আঁকি দিছে জীৱনৰ নতুন প্ৰগতি ;  
 চকুৰ আগতে যেন  
 ভাহি উঠে হে প্ৰেয়সি, তোমাৰে মূৰ্তি ।

সোৱা নৱ প্ৰভাতৰ শিখৰৰ পৰা  
 অপূৰ্ব জ্যোতিৰ ধাৰা



পৰিছে বাগৰি ধবণীত  
 উদ্ভাসিত কৰি বিশ্ব-মানৱৰ চিত ;  
 কিবা নৱ উদাৰতা মৈত্ৰী মমতাই  
 কঠুৱা হিয়াত আজি ককণা জগায়  
 হিংসা হ্বেষ স্বার্থ-পৰতাৰ মুদা মাৰি ।  
 শতেক যুগৰ গ্লানি অৱজ্ঞাৰ বোজাধাৰী  
 কোটি কোটি বনুৱা কিয়ণ জনগণে  
 মূৰ দাঙি নিজ নিজ গুণে মানে ধনে  
 নতুনক কৰিছে আহ্বান,  
 নতুন ভাবেৰে বঢ়ে সমাজ বিধান ।  
 সত্য অহিংসাৰ নীতি-ধাৰী  
 প্ৰতি নব-নাৰী  
 সহযোগ শক্তিৰে শোষণ বিৰোধ নাশি,  
 অজ্ঞানৰ কৰ্ম চিন্তা জ্ঞানেৰে উদ্ভাসি,  
 মুকলিমূৰীয়া ভাবে সমূহৰ সতে  
 আপোন আসন পাতে  
 জীৱনৰ পূৰ্ণ অৰ্ঘ্য ঢালিবলৈ ধবণীত—  
 বিশ্ব-জোৰা প্ৰেমৰ বেদীত ;  
 মহা সংহতিত গায় এটি সাম গান—  
 আত্মাৰ কল্যাণ বিশ্ব-লোকৰ কল্যাণ ।  
 নৱ সমাজৰ  
 দৰ্শন ধৰম-জ্ঞানে নৱ তাত্ত্বিকৰ

প্ৰচাৰিছে প্ৰেম আৰু সত্যৰ বিধান  
 ভাঙ্গি জড় দেৱ দেৱী অতীতৰ দান ;  
 শত শত খনিকৰে, কৰি কলাকাৰে  
 পূৰ্ণ বিকসিত প্ৰতিভাৰে  
 গঢ়িছে স্বৰ্গীয় ধাম মৰত ভূমিত ;  
 শাপ-মুক্ত কলুষধাৰা জাগি উঠি বয় ধবণীত ।  
 পূণ্যৰ প্ৰেৰণা জাগে সৱাৰো হিয়াত,  
 নতুন হাঁহিব বোল বিশ্বৰ সভাত ।

জগতৰ এই পুণ্যস্থান  
 তোমাৰে বচনা প্ৰিয়া, সচেতন উদ্দেশ্য মহান,  
 মোৰ শেষ সাধনাৰ বেদী ।  
 ফলি ফুলি আছে যদি  
 মোৰ কাননত শ্ৰেষ্ঠ সাবদী সস্তাৰ,  
 সুযোগ্য তোমাৰ,  
 এই বেদীটিক মই  
 ঋষি অভিশাপ কৰি ক্ষয়  
 গন্ধে পুষ্প উপচাবে তাৰেই শোভাম,  
 যিদিন মিলিব মোৰ প্ৰণয়ৰ শেষ পৰিণাম ।  
 সেয়ে আজি অপূৰ্ণ পৰাণে মোৰ  
 হুঁৱৰি বাঁহীৰ হুৰ যমুনা তীৰৰ



প্রভাসৰ মিলন উদ্দেশে  
 যৌৱনৰ অভিযান শেষে  
 বচে এই নৱ অভিযান  
 শত যৌৱনৰ সখী  
 তোমাকেই দিবলই শেষ উপহাৰ  
 জীৱনৰ শেষ তৃষ্ণাদ্বয়,—  
 এটি শেষ দেখা আৰু স্বৰূপৰ পূৰ্ণ পৰিচয়  
 এই আশা ধৰে চিৰকাল ।  
 তাতে যদি ব্যথা লাগি থাকে, সিও ভাল ;  
 অতৃপ্তিৰ হোমানল জ্বলি  
 তোমাক কৰিম জয়  
 অভিযাত্রী জীৱনৰ পূৰ্ণাহুতি ঢালি,  
 সাধ্য আছে কাৰ  
 বোধে যজ্ঞ অপূৰ্ণ হোতাৰ ।  
 সেই যজ্ঞ-কুণ্ডতেই হ'ক ভস্মীভূত  
 সসীমৰ বাধা বান্ধ যত,  
 অসীমৰ জ্যোতিঃ-বাশি হ'ক উন্মেষিত ।  
 সৌৱা সন্ধিয়াৰ হিৰণ্য কপ বাশি  
 দিগন্ত উদ্ভাসি  
 লীন হয় ধীৰে ধীৰে শূন্য মন্দিৰত  
 কালিমাব নীলিম বক্ষত ;

ধৰণীৰ পৰ্বত প্রান্তৰ  
 বৃক্ষবন আবাস বাসৰ  
 সমাধি মূৰ্তি ধৰি ভাবত বিভোৰ  
 একাৰ মেখলা পিন্ধি কেউ পাশে মোৰ ।  
 এয়ে যদি সত্য হয়  
 সৰ্ব্ব বিশ্বময়,  
 নালাগে নালাগে বাকৈ, নালাগে তোমাৰ  
 কালৰ পৰশ লগা কপ মৃত্তিকাৰ ;  
 দিয়ঁ মাথেঁ দিয়ঁ  
 আছে যদি অক্ষয় অমিয়া  
 অন্তৰৰ কপ চিৰন্তন,  
 পৰিবৰ্তনক সজা অপৰিবৰ্তন ।

শত অন্ধ অতীতৰ হাঁহি চকুলোৰ  
 অৰ্চনাৰ গীতে মোৰ  
 স্বৰগ মৰত ফুৰি  
 গন্তীৰ মূৰ্তি ধৰি আহে পুৰুষ ঘূৰি  
 ঠেকা খাই বহন্তৰ ছৰ্জয় দ্বাৰত ;  
 নিবেদিছে মনোমন্দিৰত  
 তোমাৰ সন্ধান মোৰ সুবিশাল চৈতন্য ভূমিত ।  
 সেয়ে আজি দৃঢ় কৰি চিত



বচোঁ মই বিশ্ব জোবা করিতাব হাব—  
প্রেমব মাধুৰীময় আতমাব শ্রীতি উপহাব ।

কত দিন নিভৃত কুঞ্জত  
ভাবপূর্ণ আবেশব তন্দ্রাব মাজত  
দেখুৱালা কপ-জ্যোতি বিজুলীবে অঁকা  
অন্তবব কোনোবা খিনিত, পলকে মেঘেবে ঢকা  
তবঙ্গিত জীৱন ধাবাত ।  
বই যায় মাথোঁ তাত  
মধুব পুলক সনা ছন্দব বান্ধাব,  
কৰিব ধ্যানত সেয়ে স্বৰূপ তোমাব ।

সৌৱা শুভ্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী  
জগতব মনীষাত সৃষ্টিব তবঙ্গ তুলি  
নাচে তালে মাৰি মধু মিচিকনি,  
যাচি মোক শক্তি সঞ্জীৱনী ;  
এন্ধাবব বুক ফালি নিজবিছে মোব মানসত  
ঐক্যব মধুব ছন্দ  
প্রেমবেই পূত পবশত ;  
তাৰেই কম্পন লাগি সুকোমল হৃদয় তন্ত্রীত  
বাজি উঠে উলাহ সঙ্গীত ।

মৃদুল সমীৰে  
লুটি আনি পৰিমল বিশ্ব-ধৰণীৰে  
সাজি দিছে মোৰে সমুখত  
যামিনীৰ প্রশান্ত বন্ধত  
ধূপ ধূনা গন্ধ-উপচাব—  
যুগমীয়া প্রণয়ব সত্য সাধনাৰ ।  
কি যে অপকপ যামিনীৰ !  
শান্তিময় অন্ধতা  
নীৰবতা উদাৰতা  
তমসা জ্যোতিৰ  
মধুব মিশ্রণে  
কয় মনে মনে—

সুখ-দুখ হাঁহি-অশ্রু পাপ-পুণ্য বিবোধ সমুত্ত  
অতীত ভবিষ্য ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তি সমাপ্তি পুষ্ট  
মোব পূৰ্ণ জীৱন প্রবাহ :  
বিচিত্র সৃষ্টিয়ে মোব নিজ ইতিহাস ।  
পোহব একাৰে ঢালে  
গতিশীলা করিতাব ছন্দে তালে  
দীপ্তিময়ী আশাবকিৰণ,  
উজ্জ্বলাই নৱ বাগে প্রেমিক জীৱন ।



সৌরা কোন সাগর গভীর গর্জনে  
মুখবিছে প্রাণ মোর, মূর্ছনার মধুর স্পন্দনে  
মোহিনী মন্ত্রব বলে

চুট তুলি শূন্যে জলে স্থলে  
জগায় প্রাণত মোর নর উদ্দীপনা,  
জীবন নতুন চেতনা।

সেই মহা নাদে মোক মাতে বই বই—  
“আহা আহা মোবে বুকুলই  
সুদূরব ক্লান্ত পথিক,  
যদি পাব খোজা সঙ্গিনীক  
এই মহা সংসারব বহন্য মাজত,  
সসীমব অসীমব  
মানসব বাস্তবব  
মিলন ক্ষেত্রত।

থ'ক যিবা আছে অঁকা বাস্তব পটত ;  
জানোঁ মই তাবেই আঁবত  
আছা তুমি মোবে বাট চাই  
বহন্যব বুকু উদঙাই  
পঞ্চ কপে তুমি অভিব্যক্তা,  
চিৰকাল মোবে অনুবক্তা।

কোনোবা তটিনী—

তুলি কিবা পবিচিত স্থললিত ধনি  
কাষবেদি বই যায়—সাগর উদ্দেশে,  
মাতি মোকো সেই দিশে  
অভিসাধিনীৰ ইন্দ্রিততে ;  
মধু যামিনীয়ে খেলে চউকিত্তি সতে  
এক্কাবব বুকু মেলা  
বিজুলী লতার খেলা,—  
চাই চাই আত্মহাবা হওঁ নিমিষতে,  
আনন্দব জিলিঙনি স্বৰগে মবতে।

বজনীৰ অন্ধ আৱৰণ,  
ধবণীৰ অভিশপ্ত উত্তাল জীবন  
লীন হ'ক সউ ভোটা তৰাটিব কপালী হাঁহিত ;  
তটিনীৰ কপালী বালিত  
লিখি থওঁ যৌৱনৰ শেষ অভিসাৰ—  
শেষ ধ্যান শেষ জ্ঞান তৃষাত্তব প্রেমিক আত্মাব।  
যৌৱনব বৃন্ত-চ্যুত পাপ-তাপ বাশি  
কালিমাব চিহ্নটিও নাশি  
সৰি পৰে তটিনীৰ প্রশান্ত বুকুত ;  
শাপ-মুক্তি বিজয়ৰ উন্নত মুকুট



উটি যায় তটিনীৰ কপালী সোঁতত ;

ভাব-মুক্ত জীৱনৰ পূৰ্ণ উন্মেষত

তোমাৰে মানসে সখি,

তোমাৰেই অন্তৰ পৰশি

গাওঁ জীৱনৰ শেষ গান,

সি যে তোমাৰেই দান—তোমাতেই হ'ক অৱসান ।

সোঁৱৰণি পাহৰণি কি যে স্মধুব !

মন মোৰ যায় বহুদূৰ

অনন্ত গগন ভেদি

আনন্দৰ জিলিঙনি খেদি ;

তাৰে পোহৰত

দেখোঁ মহা বিশ্ব ব্যাপি সৃষ্টিৰ মাজত

প্ৰেম-মন্দাকিনী ধাৰা স্বচ্ছ সমুজ্জল,

পুলকিত চিত্ত মোৰ জ্বলে জল্মল ।

সেই শুভ মুহূৰ্ত্তত দেখোঁ ওচৰতে

দিঠকৰ তন্দ্রালস তন্ময়তাতে

উটি আহে অতি ধীৰে ধীৰে

জিলিকাই দশোদিশ শুভ্ৰ জেউতিৰে,

ছায়াৰ বুকুত ধৰি

মৃদু তবঙ্গৰ সাতসৰী,

উকরাই গোবৰৰ ইন্দ্ৰধনু ধ্বজা,

শুৰু পদা ফুলে সজা

তোমাৰে কপালী ডিঙাখনি ;

মোৰ ঘাটতেই লয়

বিজয়ৰ অন্তিম জিৰণি ।

মহা প্ৰণয়ৰ

পূৰ্ণ মাধুৰীয়ে মোৰ ভৰায় অন্তৰ

অনন্তৰ সাগৰ তীবত

জীৱনৰ বিৰাটৰ মহা সঙ্গমত ।

সেই স্মহান্ ক্ষণে

পুলকিত মনে

চাওঁ জুমি জুমি হিয়া ভৰি

বিশ্ব-গ্ৰাসী দিব্য দৃষ্টি ধৰি—

মই সিন্ধু-পতি বিশ্ব-কৰি—

মহাভাগ স্ৰষ্টা পুত্ৰ পিতা,

তুমি জগ-বস-সিন্ধু

মন্দাকিনী তবঙ্গিতা জীৱন কৰিতা,

মোৰে উন্মেষিকা উন্মেষিতা ।

মহা জীৱনৰ কপৰাশি

বিশ্বময় জেউতি প্ৰকাশি



লৰি আহে কেউ ফালে মোৰে বুকুলই,  
 মোৰে সতে যায় কপ-সমুদ্ৰত লয় ;  
 বিশ্বৰ অসংখ্য প্ৰাণে  
 দীপ্তিমান মোৰে কাপে গুণে  
 কৃত্ৰিম বন্ধন এৰি  
 ধৰি মোকে বেৰি  
 কোটি গুণে চৰায় মোৰেই গুণ জ্ঞান,  
 কোটি গুণে মই জ্যোতিষ্মান ।  
 যুগল মূৰ্তি ধৰি মহা মিলনত  
 ত্ৰিলোক বিহাৰ কৰি পূৰ্ণ আনন্দত  
 শুভ্ৰ সহ গুণ দীপ্ত  
 মই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত  
 নিৰ্বিকল চিন্তে সাধোঁ বিশ্বৰ মঙ্গল,  
 অনন্ত সৃষ্টিয়ে মোৰ কীৰ্ত্তিৰ মণ্ডল ।  
 আমি দুই আমি এক একে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ,  
 আমি সত্য আমি শিৱ আমিহে সুন্দৰ ॥

